SME FOUNDATION

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

সম্পাদক
আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন

নির্বাহী সম্পাদক
ফারজানা খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন

সহযোগী সম্পাদক
মো. নাজিম হাসান সাত্তার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
মো. আব্দুস সালাম সরদার, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
ফাহিম-বিন-আসমাত, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন

অঙ্গসজ্জা
মো. মনজুরুল হক, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
অসীম কুমার হালদার, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
কিমিয়া ফেরদৌসী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ
অসীম কুমার হালদার, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন

প্রকাশনা
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
পর্যটন ভবন (৭ম ও ৮ম তলা), ই-৫, সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৪১০২৪১০৮-১০
ওয়েবসাইট: www.smef.gov.bd

মুদ্রণ
দি মিডিয়াটেক্স

মে ২০২৫

সূচিপত্র

০৪	চেয়ারপার্সনের বাণী
০৫	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কথা
০৬	এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচিতি
০৭	ভিশন ও মিশন
০৮	এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম
১০	সাধারণ পর্ষদ
১৪	পরিচালক পর্ষদ
১৫	১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ
১৬	১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যপত্র
১৯	১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী
২৫	পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন
৮৬	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০২৪-২৫)
৯২	নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

চেয়ারপার্সন
এসএমই ফাউন্ডেশন

চেয়ারপার্সনের বাণী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুরুতেই আমি মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই বিপ্লবে শহীদ ও আহতদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) খাতের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২, এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এবং এসডিজি ২০৩০-কে সামনে রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এসএমই ফাউন্ডেশন। শিল্প মন্ত্রণালয় এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এসএমই নীতিমালা ২০২৫-এর খসড়া তৈরি করে অংশীজনদের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। ফাউন্ডেশনের এই কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে দেশের জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত ১৪টি ওয়ার্কিং কমিটি ১৯টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের উইংভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ এবং দেশের অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে ফাউন্ডেশনের 'রিভলভিং তহবিল' থেকে ঋণ প্রদান, পণ্য বাজারজাতকরণ ও বহুমুখীকরণে সহায়তা, উদ্যোক্তাদের পণ্যের রপ্তানি বাড়ানো, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, আইসিটি সহায়তা, নীতি সহায়তাসহ উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। পাশাপাশি নারী-উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উক্ত অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের ৬৯২টি কর্মসূচির সরাসরি সুবিধা গ্রহণ করেছেন ৩৪,৭২০জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা। আমাদের বিশ্বাস, দেশের এসএমই খাতের জন্য ফাউন্ডেশনের এসব কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জুলাই বিপ্লবের অন্যতম আকাঙ্খা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, বিভিন্ন চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশনসহ ব্যবসায়ী সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতা এই অগ্রযাত্রায় এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে বেগবান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ, সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

মো. মুসফিকুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এসএমই ফাউন্ডেশন

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কথা

দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে ২০০৭ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)। এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালনায় 'বার্ষিক সাধারণ সভা' আয়োজন একটি নিয়মিত ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এই সভায় ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি পরবর্তী বছরের জন্য বাজেট সম্পর্কে সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন মতামত, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করেন।

পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের পরামর্শ ও দিক নিদের্শনা অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মসূচিগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- ১১তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২৪ আয়োজন এবং জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩ প্রদান;
- যশোর ও ময়মনসিংহে 'বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২৩' আয়োজন;
- এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চট্টগ্রামে '14th International Women Expo 2024' আয়োজন;
- এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে ২৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষর;
- ময়মনসিংহে 'বিভাগীয় এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ২০২৩' আয়োজন;
- চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধকরণ (YESS) কর্মসূচি আয়োজন;
- এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন;
- যশোর ও সিরাজগঞ্জে এসএমই ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই;
- ফাউন্ডেশনের অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্রে হাজারীবাগ লেদার ক্লাস্টার এবং জামালপুর নকশিকাঁথা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা ও পণ্যের তথ্য অন্তর্ভূক্তিকরণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪১টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ৭ম ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ও পণ্য মেলা ২০২৩ আয়োজন;
- জাতিসংঘ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর সহায়তাপুষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (ITC)-এর বার্ষিক সভায় ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ;
- নারী-উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ওয়ান স্টপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'WE-HELP' উদ্বোধন;
- এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৯টি প্রতিষ্ঠানের ISO 22000:2018 অর্জন;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এসএমই খাতের উন্নয়নে ৩৪টি প্রস্তাব উত্থাপন;
- ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৪-এ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়;
- '১৯তম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হালাল শোকেস ২০২৩'-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ;
- ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরতে অমর একুশে বইমেলা ২০২৪-এ অংশগ্রহণ;
- গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের নিয়ে পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, মানিকগঞ্জ ও পিরোজপুরে এসএমই ক্লাস্টার ভিজিট;
- ৪টি ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ও ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশ, আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২৪ উদযাপন এবং
- এসএমই চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশন, এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং ও মতবিনিময় সভা, ওয়েবিনার, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, সেমিনারসহ ৬৯২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

এছাড়া উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা, নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। সে সাথে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী চ্যালেঞ্জ, এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এবং জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন ও গৃহীত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য আমি ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সাথে ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফলভাবে আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে, এসএমই পরিবারের সকল সদস্যের দীর্ঘায়ু, সুস্থতা ও সাফল্য কামনা করছি।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচিতি

নাম
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

মন্ত্রণালয়
শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইনগত ভিত্তি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক (কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারায়) প্রতিষ্ঠিত
আরজেএসসি নিবন্ধন নম্বর: সি-৬৭২(১২)/০৬; ২৬ নভেম্বর ২০০৬

গেজেট ও প্রতিষ্ঠাকাল
৭ আগস্ট ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা

ঠিকানা
পর্যটন ভবন (৭ম ও ৮ম তলা), ই-৫, সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৪১০২৪১০৮-১০
ইমেইল: info@smef.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.smef.gov.bd

ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা
জনতা ব্যাংক লিমিটেড, আগারগাঁও ইউজিসি শাখা, ঢাকা
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, স্কশিয়া শাখা, ঢাকা
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, টাওয়ার শাখা, ঢাকা

নিরীক্ষক
কে. এম. হাসান এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্
হোমটাউন অ্যাপার্টমেন্ট (৭-৮ম তলা)
৮৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা ১০০০

ভিশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন।

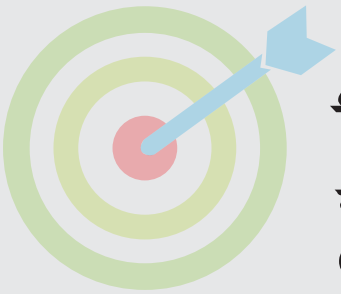

মিশন

মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান।

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা, শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবেই সমাদৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও স্বল্প পুঁজি নির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কোনো বিকল্প নেই। এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্পায়নে নারী এবং সকল শ্রেণির এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ এসএমই উন্নয়নে কাজ করছে। তৃণমূল, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় এগিয়ে নেয়া এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর ২৮ ধারার বিধান অনুসারে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স নং: ৩০/০৬, তারিখ: ১২-১১-২০০৬ এবং যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক ২৬-১১-২০০৬ তারিখে প্রদত্ত নিবন্ধিকরণ নম্বর: সি-৬৭২(১২)/০৬ এর মাধ্যমে সরকার 'এসএমই ফাউন্ডেশন' (Small and Medium Enterprise Foundation) প্রতিষ্ঠা করে। এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সকল মহলে অবহিত করার জন্য ০৭ আগস্ট ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভিশন (Vision)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন।

মিশন (Mission)

মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান।

উদ্দেশ্য (Objectives)

১. দেশব্যাপী উৎপাদনমুখী (সেবা খাতসহ) শিল্প খাতের অগ্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিতকরণে সর্বাত্মক সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা।

২. ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: ব্যবসায়িক চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন, বাণিজ্য সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরামর্শক কোম্পানি ও পেশাজীবী সংগঠন-এর কার্যাবলি সম্পাদনে পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা।

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদান করা।

৪. সরাসরি ঋণ বিতরণ না করে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সহায়ক ঋণের ব্যবস্থা করা, এ ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তহবিলের যোগান দিবে যেন উক্ত তহবিল নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্বল্প সুদে বিতরণ করা।

৫. ব্যক্তি খাতের উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন সহায়তার যৌক্তিকীকরণ; এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মসূচি প্রণয়ন।

৬. দারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধিবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করা যাতে বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ নানামুখী সেবা যেমন: ঋণের সহজলভ্যতা, তথ্য সহায়তা, পরামর্শ সেবা, বাজারজাতকরণ, পণ্যের ডিজাইন ও গুণগত মানের উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞান, পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৭. নতুন উদ্যোগ স্থাপনে সহায়ক সহায়তা, পদ্ধতি ও সেবা প্রদান এবং একই সঙ্গে বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৮. গবেষণা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে সরকারি নিয়ম-নীতিগত প্রতিকূলতা চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।

৯. ক্রমান্বয়ে একটি একক সেবা প্রদান কেন্দ্রে পরিণত হওয়া যেখানে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন অনুমোদন ও লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা পেতে পারে।

১০. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উদ্যোক্তাগণের প্রয়োজনীয় সকল সেবা সমন্বিত একটি ডাটাবেজ তৈরি।

১১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংগঠন, সুশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং খাতভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশনসমূহের কার্যাবলি বৃদ্ধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।

১২. গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করা।

১৩. শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহায়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১৪. ব্যক্তি খাত, ইকোনমি অব স্কেল, স্বল্প বিনিয়োগে অধিক ফলাফল লাভ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।

১৫. প্রশিক্ষণ, সেমিনার, মতবিনিময়, গোলটেবিল বৈঠক, এবং কারিগরি মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকে সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১৬. নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, আত্তীকরণ, উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

১৭. নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদনশীলতা, গুণগত মান ও ডিজাইনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা:

- ব্যবসায়িক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন;
- পণ্যের মান, পণ্যের ভিন্নতা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা;
- উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নয়নে উৎসাহিত করা;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই পণ্য বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্য সেবা প্রদান করা;
- বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই ঋণ প্রদানে জটিলতা হ্রাসের পরামর্শ এবং এসএমই খাতের চাহিদা মোতাবেক আর্থিক সেবা প্রদানকে উৎসাহিত করা;
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন শিক্ষা সম্প্রসারণে তথ্য বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- সরকার প্রদত্ত কর সুবিধা গ্রহণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা প্রদান করা; এবং
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সরকারি অবকাঠামো সেবা প্রদান করা।

১৮. ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিপূর্বক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করা।

ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সাধারণ পর্ষদ

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি সাধারণ পর্ষদ রয়েছে। সাধারণ পর্ষদের নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা ৬০ (ষাট)। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যেমন- মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট/প্রধান নির্বাহীগণ সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে থাকবেন।

পরিচালক পর্ষদ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ (ষোল) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ রয়েছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে নীতিগত সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা প্রদান পরিচালক পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনের বিধানমতে সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন নিয়োগ করা হয়। এছাড়া সরকার পরিচালক পর্ষদের ৫জন পরিচালকও মনোনয়ন দেন। উল্লেখ্য, পরিচালক পর্ষদে বেসরকারি খাত, গবেষণা ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান/অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ২জন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ৪জন মহাব্যবস্থাপক, ৮জন উপমহাব্যবস্থাপক, ১৪জন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ২০জন ব্যবস্থাপক, ২৪জন উপব্যবস্থাপক,

৩০জন সহকারী ব্যবস্থাপক, ১৬জন প্রোগ্রাম সহকারী, ১০জন গাড়ী চালক এবং ১৫জন অফিস সহায়ক, ৬জন অফিস গার্ড/নাইট গার্ড, ৩জন ক্লিনারসহ মোট ১৫৩জন জনবলের অনুমোদন রয়েছে। কর্মরত আছেন ৭৩জন।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন অনুবিভাগ

- বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস
- ক্লাস্টার উন্নয়ন
- ফাইন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন
- পলিসি অ্যাডভোকেসি
- পাবলিক রিলেশন
- গবেষণা
- প্রযুক্তি উন্নয়ন
- নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

ফাউন্ডেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ফাউন্ডেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার এন্ডাউমেন্ট ফান্ড হিসেবে ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। উক্ত ২০০ কোটি টাকা এফডিআর হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাপূর্বক তা থেকে অর্জিত মুনাফা ব্যবহার করে ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচি পরিচালনা করে। পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গঠিত একটি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটি এই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

সরকার গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা

সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতি কৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নীতি কৌশলে উল্লেখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমন: রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদির পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলে সহায়তা, টেকনো-অন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ উন্নয়ন বিষয়ক সহায়তা, এসএমই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই ফ্রন্ট অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করে।

গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি

গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমই বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করে। ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে।

ক্লাস্টার উন্নয়ন

২০১৩ সালে এক গবেষণার মধ্যে দেশের ১৭৭টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এরপর থেকে ক্লাস্টারভিত্তিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ১০০টি ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে কাজ করছে ক্লাস্টার উন্নয়ন বিভাগ।

ফাইনান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস

ফাউন্ডেশনের ফাইনান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস উইং হতে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাস্টার/ক্লায়েন্টেল গ্রুপকে স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মূলত: নির্বাচিত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সকল ঋণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশন হতে সরাসরি কোন ঋণ প্রদান করা হয় না। এছাড়া এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে এসএমই ঋণ মেলা (ফিনান্সিং ফেয়ার), ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন

এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগীতায় এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে। ফাউন্ডেশন যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে সেগুলো হলো-উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি বেইজড এবং আইসিটি বেইজড প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT), উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়া, এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/অ্যাসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার

এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এছাড়া ফাউন্ডেশন এসএমইদের গ্রিন টেকনোলজি এবং এনার্জির দক্ষ ব্যবহারে নানামুখী কাজ করে।

একসেস টু ইনফরমেশন

এসএমই ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল www.smef.gov.bd -এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে। এই সেক্টরের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ক একটি তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন

উন্নয়নের মূল স্রোত-ধারায় নারী-উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো: উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী-উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী-উদ্যোক্তা বিষয়ক স্টাডি পরিচালনা, নারী-উদ্যোক্তা বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে পলিসি অ্যাডভোকেসি, পণ্য বাজারজাতকরণে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন প্রভৃতি।

পাবলিক রিলেশন

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অবহিত করতে প্রতি বছর ৪টি করে নিউজলেটার প্রকাশ, বিভিন্ন সময়ে ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন উইং সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত ব্রোসিওর প্রকাশ, গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন ক্লাস্টারের ব্যবসা কার্যক্রম, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরতে কাজ করে পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স বিভাগ। এছাড়া গণমাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এসএমই খাতের কার্যক্রম তুলে ধরতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে এই বিভাগ।

বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। যেমন: এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ; ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন; অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান; ব্যবসায়িক তথ্যাবলির সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা, জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার/প্রতিযোগিতা আয়োজন প্রভৃতি।

পণ্যের মান উন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে সহায়তা

প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে পণ্যের মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণ কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন (যেমন-আইএসও-২২০০০, আইএসও-৫২০০০, আইএসও-১৪০০০), উন্নত ও মানসমৃদ্ধ ডিজাইন এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা।

সাধারণ পর্ষদ
(জ্যেষ্ঠতাভিত্তিতে নয়)

আর্টিক্যালস্ 7(a): সরকারি প্রতিনিধি

ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম
নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

মিজ মাকসুরা নূর এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

জনাব এ. কে. এম নূরুন্নবী কবির
নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)
যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

জনাব এস এম ফেরদৌস আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং
ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী
সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

জনাব মো. আনোয়ার হোসেন
ভাইস চেয়ারম্যান
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

জনাব মো. নাজমুল হুদা সিদ্দিকী, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

জনাব মোহাম্মদ হাসান আরিফ
অতিরিক্ত সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প
গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

জনাব মো. এনামুল হক
সদস্য(যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মিজ সুলতানা ইয়াসমীন
যুগ্মসচিব (নীতি)
শিল্প মন্ত্রণালয়

মিজ জোহরা বেগম
যুগ্মসচিব
ডাক টেলিযোগাযোগ
ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জনাব মোহা. লিয়াকত আলী
যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জনাব মো. ফিরোজ উদ্দিন খলিফা
যুগ্মসচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মিজ শ্যামলী নবী
যুগ্মসচিব (বিসিক, এসএমই ও বিটাক)
শিল্প মন্ত্রণালয়

মিজ শামিমা বেগম
যুগ্মসচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ)
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মিজ মোছা. নারগিছ মুরশিদা
যুগ্মসচিব (রপ্তানি-১ অধিশাখা)
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

মিজ মীনাক্ষী বর্মন
যুগ্মসচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

জনাব মো. আল-মামুন মিয়া
পরিচালক-৪ (উপসচিব)
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

জনাব নওশাদ মোস্তাফা
ডিরেক্টর, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্টিক্যালস্ 7(c): এসএমই উদ্যোক্তা ক্যাটাগরি (পুরুষ ও নারী উদ্যোক্তা)

জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল
ভাইস চেয়ারম্যান
বেঙ্গল ব্রেইডেড রাগস্ লিমিটেড

জনাব শাহিদ হোসেন শামিম
পরিচালক
প্রবর্তনা

জনাব মো. রাশেদুল করীম মুন্না
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড

জনাব গাজী তৌহিদুর রহমান
স্বত্বাধিকারী
এফএম প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

জনাব খালেদ মাহমুদ খান
ম্যানেজিং পার্টনার
কে ক্রাফট

মিজ তৌহিদা হক
স্বত্তাধিকারী
ডেকর ইডে

মিজ শোহেলী নাজনীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আর্টিফ্যাক্ট

জনাব মহিউদ্দিন হেলাল
চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড গ্রীণ ট্যুরস এবং
চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল

জনাব ফোরকান বিন কাশেম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
স্পেক্ট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লিমিটেড

জনাব কে এম জহির ফারুক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
নবাবী ফুটওয়্যার লিমিটেড

মিজ কোহিনুর ইয়াসমীন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
তরঙ্গ

মিজ তানিয়া ওয়াহাব
ম্যানেজিং পার্টনার
কারিগর

জনাব ছৈয়দ মুহাম্মদ শোয়াইব হাছান
ম্যানেজিং পার্টনার
হিফস এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ

জনাব মেহেদী হাসান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ন্যাচার ক্রাফ্টস বাংলাদেশ লিঃ

মিজ নাসরিন আক্তার মিলা
স্বত্ত্বাধিকারী
দি ম্যাগনেটস্

আর্টিক্যালস্ 7(d): ইন্ডাস্ট্রিজ/ট্রেডবডিজ ক্যাটাগরি

মিজ নাসরীন ফাতেমা আউয়াল
সভাপতি
উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিওর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

জনাব সামিম আহমেদ
সভাপতি
বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টস অ্যাসোসিয়েশন

জনাব তাসকীন আহমেদ
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

জনাব মো. আবুল হাসেম
সভাপতি
বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-প্রসেসরস্ অ্যাসোসিয়েশন

মিজ আবিদা সুলতানা
প্রেসিডেন্ট
চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

জনাব মামুনুর রশীদ মামুন
সভাপতি
রাঙ্গামাটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

জনাব মো. আলী জামান
সভাপতি
স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

জনাব মো. আকবর আলী
সভাপতি
রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান
প্রশাসক
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস

জনাব নূরুল হাই মোহাম্মদ আনাছ, বিপিএএ
প্রশাসক
খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

আর্টিক্যালস্ 7(d): টেকনিক্যাল/সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাটাগরি

প্রফেসর ড. এ কে এম মাসুদ
অধ্যাপক
আইপিই বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মেলিতা মেহজাবীন
অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মো. মোস্তফা আকবর
অধ্যাপক
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট

জনাব মো. নাজমুল হোসেন, পিএইচডি
অধ্যাপক
মার্কেটিং বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক শেখ তৌফিক এম. হক
ডিরেক্টর, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব
পলিসি এন্ড গভর্নেন্স
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

আর্টিক্যালস্ 7(d): সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ক্যাটাগরি

জনাব শাহেদুজ্জামান চৌধুরী
ট্রেজারার
সিটি বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ আবদাল আহমদ
নির্বাহী সম্পাদক
দৈনিক আমার দেশ

জনাব তোফায়েল খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি সিটি আর্ট প্রেস

আর্টিক্যালস্ 7(d): প্রাইভেট সেক্টর প্রফেশনাল ক্যাটাগরি

জনাব আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ)
সভাপতি
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি

জনাব এস এ এ মাসরুর
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
কনসোলিডেটেড টী এন্ড
ল্যান্ডস কোম্পানী লি.

জনাব শাকিল ওয়াহেদ
পরিচালক
আমার দেশ পাবলিকেশনস্ লিমিটেড

জনাব এ ই আব্দুল মোহাইমেন
স্বতন্ত্র পরিচালক
উপায় ফিনটেক

জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
ডেপুটি ম্যানেজিং পার্টনার
ম্যাবস এন্ড জে পার্টনার্স

পরিচালক পর্ষদ

(জ্যেষ্ঠতাভিত্তিতে নয়)

জনাব মো. মুসফিকুর রহমান
চেয়ারপার্সন
এসএমই ফাউন্ডেশন

জনাব মো. নূরুজ্জামান এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

জনাব পরিমল সিংহ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এসিসটেন্স সেন্টার (বিটাক)

জনাব মো. সাইফুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

ড. জিয়াউল আবেদীন
অতিরিক্ত সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মিজ নূরুন নাহার
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

জনাব সামিম আহমেদ
সভাপতি
বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

ড. মো. কামাল উদ্দিন
অধ্যাপক
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. এ কে এম মাসুদ
অধ্যাপক
আইপিই বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল
ভাইস চেয়ারম্যান
বেঙ্গল ব্রেইডেড রাগস্ লিমিটেড

জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এসএমই ফাউন্ডেশন

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

স্মারক: ৩৬.১২.০০০০.০০৩.০৬.০০৭.২০.৩৬১

তারিখ: ৪ বৈশাখ ১৪৩২ / ১৭ এপ্রিল ২০২৫

বিষয়: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১০ মে ২০২৫ শনিবার সকাল ১১:০০ মিনিটে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর শৈলপ্রপাত মিলনায়তনে (৩য় তলা, পর্যটন ভবন, ই-৫ সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭) অনুষ্ঠিত হবে।

সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

১) গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গ্রহণ ও নিশ্চিতকরণ;

২) ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও গ্রহণ;

৩) ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন;

৪) ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

৫) ফাউন্ডেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন;

৬) ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনের (AoA) অনুচ্ছেদ 41(v) অনুযায়ী সাধারণ পর্ষদ হতে তিনজন বেসরকারী প্রতিনিধিকে পরিচালক পর্ষদে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭) এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য, পরিচালক পর্ষদ সদস্য ও চেয়ারপার্সনের সম্মানী বৃদ্ধির প্রস্তাবনা অনুমোদন;

৮) সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যেকোন বিষয়।

০২। এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ এবং পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সকল সদস্যকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

০৩। পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এ নোটিশ জারি করা হলো।

(আনোয়ার হোসেন চৌধুরী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোবাইল: ০১৭১১০৬৯৩২৯
ই-মেইল: md@smef.gov.bd

বিতরণ:
এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সদস্য (সকল)।

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যপত্র

আলোচ্যসূচি-০১: ফাউন্ডেশনের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গ্রহণ ও নিশ্চিতকরণ

এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ রবিবার শৈলপ্রপাত মিলনায়তন, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন -এ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ পর্ষদ এবং পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্যবিবরণী অত্র কার্যপত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে **(সংলাগ-০১)**। কার্যবিবরণীতে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচনা, মতামত ও সুপারিশসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হলে তা সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক গ্রহণ ও নিশ্চিত করা যেতে পারে।

প্রস্তাব: ফাউন্ডেশনের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গ্রহণ ও নিশ্চিত করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-০২: ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও গ্রহণ

০২। এসএমই ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমভিত্তিক পরিচালক পর্ষদের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে **(সংলাগ-০২)**। প্রতিবেদনটিতে ০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ সময়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির ওপর সাধারণ পর্ষদ সুচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করতে পারে। এছাড়া, ফাউন্ডেশন কর্তৃক আগামী অর্থবছরে এবং ভবিষ্যতে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে সে সকল কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণ পর্ষদ সদস্যবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান মতামত, দিকনির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করতে পারেন।

প্রস্তাব: এসএমই ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমভিত্তিক প্রস্তুতকৃত পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদনটি সাধারণ পর্ষদ গ্রহণ করতে পারে।

আলোচ্যসূচি-০৩: ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুমোদন

০৩। এসএমই ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেসার্স কে. এম হাসান এন্ড কোং নামক নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী মেসার্স কে. এম হাসান এন্ড কোং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে **(সংলাগ-০৩)**। এবিষয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি গত ০৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেছে এবং প্রতিবেদনটি কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হওয়ায় তা পরিচালক পর্ষদ সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪০তম সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে প্রতিবেদনটি গ্রহণপূর্বক ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হলো। নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন বিষয়ে সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করতে পারেন।

প্রস্তাব: ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সাধারণ পর্ষদ অনুমোদন করতে পারে।

আলোচ্যসূচি-০৪: ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ

০৪। ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং নামক নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটসহ সাকুল্যে ১,০৫,০০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়। সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে যা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গ্রহণপূর্বক বর্তমান বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার বিষয়ে একই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং এর মতামত/সম্মতি কামনা করা হলে প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট ব্যতীত ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিক উল্লেখ করে আর্থিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। তবে ১৪১ তম পর্ষদ সভায় ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ সাকূল্যে ১,১০,০০০/- (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিক নির্ধারণের সুপারিশ করা হয় এবং মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের অডিটর হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সাধারণ পর্ষদ মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং-কে ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগের জন্য অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে।

প্রস্তাব: মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং কে ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ সাকূল্যে ১,১০,০০০/- (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব সাধারণ পর্ষদ সদয় অনুমোদন করতে পারে।

আলোচ্যসূচি-০৫: ফাউন্ডেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন

০৫। এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট পূর্বে পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতো। পরিচালক পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ফাউন্ডেশনের বাজেট সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হচ্ছে। সে অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য সর্বমোট ২১৮,২২,০৬,৩৫৩ (দুইশত আঠার কোটি বাইশ লক্ষ ছয় হাজার তিনশত তেপ্পান্ন) টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে **(সংলাগ-০৪)**। সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক বাজেট অনুমোদন করা হলে আগামী অর্থবছরে সে অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। উপস্থাপিত বাজেট পরিচালক পর্ষদের ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪১তম সভায় যাচাই ও পর্যালোচনা করে সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রস্তাব: ফাউন্ডেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-০৬: ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনের (AoA) অনুচ্ছেদ 41(v) অনুযায়ী সাধারণ পর্ষদ হতে তিনজন বেসরকারী প্রতিনিধিকে পরিচালক পর্ষদে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

০৬। ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ গঠন সম্পর্কিত আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনের অনুচ্ছেদ 41(v) এ উল্লেখ রয়েছে, "Three (3) members from among the Members of the SMEF, who are from the private sector and who shall be elected by the General Body in the Annual General Meeting". অনুচ্ছেদ 45 এ উল্লেখ রয়েছে যে, "All members of the Board of Directors, other than the government nominees, shall serve for a term of two year, provided that they shall be eligible for reelection for further additional terms". আর্টিক্যালের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বর্তমান বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ হতে ৩(তিন) জন বেসরকারি প্রতিনিধিকে ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের জন্য নির্বাচন করতে হবে যাঁদের মেয়াদ হবে মনোনয়ন/নির্বাচনের তারিখ হতে দুই বছর।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বিগত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত তিনজন সদস্য সাধারণ পর্ষদের বেসরকারি প্রতিনিধি পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন:

১) জনাব মির্জা নুরুল গণী শোভন, স্বত্বাধিকারী, এমএনজি মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
২) মিজ মানতাশা আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলা'স ফ্যাশন বুটিক
৩) জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল, ভাইস চেয়ারম্যান, বেঙ্গল ব্রেইডেড রাগস্ লিঃ

জনাব মির্জা নুরুল গণী শোভন ও মিজ মানতাশা আহমেদ ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন। জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল এর মেয়াদ আগামী ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। এমতাবস্থায়, ২৫ জুন ২০২৫ এর পূর্বে ফাউন্ডেশনের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করার কোন সম্ভাবনা না থাকায় বার্ষিক সাধারণ সভায় উপরোক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান সাধারণ পর্ষদ হতে নতুন তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে।

আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনের অনুচ্ছেদ 41(v) অনুযায়ী সাধারণ পর্ষদ হতে ৩ (তিন) জন সদস্যকে বর্তমান ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে। নির্বাচিত/মনোনীত সদস্যবৃন্দ আগামী ২৫ জুন ২০২৫ তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য সাধারণ পর্ষদের প্রতিনিধি হিসেবে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। উপরিল্লিখিত তিনজন সদস্যের মধ্যে ২ জন ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন। জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল ২য় মেয়াদে ২০২৩ থেকে ২০২৫ সময় পর্যন্ত দুই বছরের জন্য পরিচালক পর্ষদে দায়িত্ব পালন করায় আর্টিক্যাল 45 অনুযায়ী তাঁকে পুনরায় নির্বাচিত করার সুযোগ না থাকায় পরবর্তী দুই বছরের (২০২৫-২০২৭) জন্য সাধারণ পর্ষদ হতে ৩ (তিন) জন বেসরকারি প্রতিনিধিকে ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

প্রস্তাব : বর্তমান সাধারণ পর্ষদের বেসরকারি প্রতিনিধি হতে ৩ (তিন) জন সদস্যকে আগামী ২৫ জুন ২০২৫ তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-০৭: এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য ও পরিচালক পর্ষদ সদস্যগণের সম্মানী এবং চেয়ারপার্সনের এলাউন্স বৃদ্ধির প্রস্তাবনা অনুমোদন

বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত এসএমই ফাউন্ডেশনের ৫৮ তম পরিচালক পর্ষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এজিএম ও বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাধারণ পর্ষদ সদস্যদের সম্মানী ৫,০০০ টাকা (আয়কর কর্তনের পর ৪,৫০০ টাকা), পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের সম্মানী ৭,৫০০ টাকা (আয়কর কর্তনের পর ৬,৭৫০ টাকা) নির্ধারন করা হয় যা বর্তমানেও প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ১২ বছর এ সম্মানী বৃদ্ধি করা হয়নি। সমধর্মী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সম্মানী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এছাড়া ২১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের ৬৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাউন্ডেশন এর চেয়ারপার্সনের এলাউন্স ২৮,০০০ টাকা (আপ্যায়ন ভাতা ২০,০০০

টাকা, টেলিফোন বিল ৫,০০০ টাকা, ইন্টারনেট বিল ৩,০০০ টাকা) নির্ধারণ করা হয় যা বর্তমানেও প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে সমধর্মী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এটিও অত্যন্ত নগণ্য যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি পরিচালক পর্ষদের ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪১ তম সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য ও পরিচালক পর্ষদ সদস্যগণের সম্মানী আয়কর ব্যতীত ১০,০০০ টাকা নির্ধারনের বিষয়ে ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পর্ষদ কর্তৃক গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাধারণ পর্ষদ সদস্য ও পরিচালক পর্ষদ সদস্যগণের সম্মানী আয়কর ব্যতীত ৫,০০০ টাকা নির্ধারণের বিষয়ে ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন এর এলাউন্স আয়কর ব্যতীত ১,০০,০০০ টাকা (আপ্যায়ন ভাতা ৫০,০০০ টাকা, টেলিফোন/মোবাইল বিল ৫,০০০ টাকা, ইন্টারনেট বিল ৫,০০০ টাকা, হাউস কিপিং ২৫,০০০ টাকা, হাউস ক্লিনিং ১৫,০০০ টাকা) নির্ধারনের বিষয়ে ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, প্রযোজ্য আয়কর ফাউন্ডেশন কর্তৃক বহন করা হবে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদের সদস্যগণ ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভাসহ পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সে অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। একইভাবে, ফাউন্ডেশনের পরিচালকগণ পরিচালনা পর্ষদ সভায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত হন, তদারকি করেন এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন সাব-কমিটির মাধ্যমেও তাঁরা ফাউন্ডেশনকে বিভিন্ন সময়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। এমতাবস্থায়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সন্মানীত সদস্যবৃন্দের মূল্যবান সময় ও অবদান বিবেচনা করে পরিচালক পর্ষদের পক্ষ হতে উক্ত সম্মানী বৃদ্ধির প্রস্তাব আনা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সনের এলাউন্স প্রায় ১৩ বছর আগে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় পরিচালক পর্ষদের পক্ষ হতে এলাউন্স বৃদ্ধির প্রস্তাব আনা হয়েছে।

প্রস্তাব: ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য ও পরিচালক পর্ষদ সদস্যগণের সম্মানী এবং চেয়ারপার্সনের এলাউন্স বৃদ্ধির প্রস্তাবসমূহ সাধারণ পর্ষদ বিবেচনা ও অনুমোদন করতে পারে এবং এ সভা থেকেই কার্যকর হতে পারে।

আলোচ্যসূচি-০৮: সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যেকোন বিষয়।

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী

সভার তারিখ	: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শনিবার
সময়	: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	: শৈলপ্রপাত মিলনায়তন, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
সভাপতি	: অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান, চেয়ারপার্সন, এসএমই ফাউন্ডেশন
সভায় উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে ১৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগতঃ জানান। সভাপতি ভাষা আন্দোলনের মাসে সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান। ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি অনুমোদনের প্রস্তাব করলে দিনাজপুর উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি জনাব জান্নাতুস সাফা শাহিনূর তা সমর্থন করেন।

০২। এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শনিবার অনুষ্ঠিত ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

১) গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গ্রহণ ও নিশ্চিতকরণ;

২) ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও গ্রহণ;

৩) ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুমোদন;

৪) ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

৫) ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন; এবং

৬) সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যেকোন বিষয়।

আলোচ্যসূচি-১ : ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গ্রহণ ও নিশ্চিতকরণ

০৩। সভাপতি জানান যে ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকল সদস্যের নিকট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। সদস্যবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য কার্যবিবরণীর কপি 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' এর সাথেও সংযুক্ত করা আছে। তিনি গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলে তা গ্রহণ ও নিশ্চিতকরণের অনুরোধ জানালে সদস্যগণ কার্যবিবরণীটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি- ১ অনুমোদনের প্রস্তাব করলে জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি তা সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত:

১৮.০১.০১ ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গ্রহণ ও নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও গ্রহণ

০৪। সভাপতির অনুমতিক্রমে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অঃ দাঃ) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সরাসরি সুবিধাভোগী মোট ২৮,০১৬ জন (পুরুষ ১৩,৬৯৮ জন, নারী ১৪,৩১৮ জন) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা। ৭৮৬ টি কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৭৪৫ টি। বাস্তবায়নের হার ৯৪.৭৮%। অতঃপর তিনি বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস, ক্লাস্টার উন্নয়ন, ফাইন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস, মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পলিসি অ্যাডভোকেসি, পাবলিক রিলেশানস্, প্রযুক্তি উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গবেষণা, বিজনেস ইউকিউবেশন সেন্টার, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন, প্রশাসন প্রভৃতি অনুবিভাগ/শাখার ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন।

পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য সভাপতি ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অঃ দাঃ) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ-কে ধন্যবাদ জানান। সভাপতি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন পুরো বছর ধরে এসএমই খাতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সদস্যসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগিতা পাওয়ায় তিনি ধন্যবাদ জানান। সভাপতি এ পর্যায়ে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার জন্য সাধারণ পর্ষদ সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান।

জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বলেন, প্রতিবেদন থেকে সুস্পষ্ট যে এসএমই ফাউন্ডেশন ২০২২-২৩ অর্থবছর জুড়ে সীমিত সাধ্যের মধ্যেও দক্ষতার সাথে অনেক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। তবে তিনি পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আউটকাম বা আউটপুটভিত্তিক মূল্যায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। আয়করের অমীমাংসিত বিষয়টি এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য ঝুকিপূর্ণ মর্মে তিনি উল্লেখ করে বলেন, এনবিআর ফাউন্ডেশনকে কোন কর অব্যাহতি প্রদান না করায় বর্তমানে ফাউন্ডেশনের প্রায় ১০০ (একশত) কোটি টাকার Contingent Liability তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। শিল্প সচিব, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন এবং এনবিআর এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে এ সমস্যার সমাধান করা জরুরী প্রয়োজন মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। সমধর্মী প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনেরও এ ধরনের সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত সমস্যার সমাধান করা না হলে ভবিষ্যতে এটি ফাউন্ডেশনের জন্য একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে মর্মে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান এসএমই ফাউন্ডেশনের মিশন স্টেটমেন্ট সংশোধন করা প্রয়োজন মর্মে মত প্রকাশ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশন বিদ্যমান উদ্যোক্তার পাশাপাশি নতুন ও ঝরে পড়া উদ্যোক্তাদের নিয়েও কাজ করছে বিধায় মিশন স্টেটমেন্ট এ 'বিদ্যমান উদ্যোক্তা' থেকে 'বিদ্যমান' শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি জনাব মনোয়ারা হাকিম আলী এসএমই ফাউন্ডেশন এর চেয়ারপার্সন মহোদয়কে ফাউন্ডেশন এর পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদে উইমেন চেম্বারের সদস্যদের অর্ন্তভুক্তির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে আরও উইম্যান চেম্বার/ অ্যাসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। হস্তশিল্পজাত পণ্য সেক্টরের উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি হস্তশিল্পজাত পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ, বহুমুখীকরণ এবং এক্সিবিশন আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির সুযোগ তৈরি করে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। তিনি পার্বত্য অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের সমস্যা সমাধানে ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সনের সুদক্ষ নেতৃত্বে ফাউন্ডেশনের গৃহীত কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে রাঙ্গামাটির কোমর তাঁত পণ্যের উদ্যোক্তাদের এক্সেস টু ফাইন্যান্স, মার্কেট লিংকেজ, পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ, প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার, ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এর জন্য ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা উপকৃত হচ্ছেন যা বড় অর্জন বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে এ পণ্যগুলো বিদেশে রপ্তানির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি উইম্যান চেম্বারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে চেম্বারগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করার অনুরোধ জানান। সর্বশেষে তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের সম্পাদিত কার্যক্রম ও গৃহীত নতুন নতুন উদ্যোগের জন্য তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দৈনিক প্রথম আলোর 'যুব কর্মসূচি' প্রোগ্রাম প্রধান জনাব মুনির হাসান বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম গত কয়েক বছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দৃশ্যমান হয়েছে। তিনি বলেন, ফাউন্ডেশনের ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে যারা উদ্যোক্তা হতে চান তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে ফাউন্ডেশনের এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার বা মেলাগুলোতে প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি নতুন ও প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের মাঝের অংশের উদ্যোক্তাদের সনাক্ত করে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করে অর্থনীতির মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ এসএমই উদ্যোক্তাদের আরো ফলপ্রসূভাবে সেবা প্রদানের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ মুদ্রন শিল্প সমিতির উপদেষ্টা জনাব আমীন হেলালী বলেন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা প্রদানে সরকারের নীতি সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের আরো ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বৃহৎ শিল্পগুলো কর্তৃক এসএমই পণ্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি কটেজ ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের সাথে কাজ করার জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রতিটি জেলার চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন এর সাথে যুক্ত হয়ে 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট-ওয়ান প্রোডাক্ট' রূপে হস্তজাত শিল্প পণ্যের বিকাশ সাধনের জন্য ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি হস্তশিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে গবেষণা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। দেশব্যাপী এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন ট্রেডবডি অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে মর্মে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব কোহিনুর ইয়াসমীন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, তরঙ্গ বলেন, কোভিড পরবর্তী বিশ্বে প্রাকৃতিক পণ্যের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি পাট ও হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিমুখি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক চাহিদা নিরূপণ করে এ সকল পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন এক্সিবিশনে অংশ নিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান ও তাদের মার্কেট লিংকেজের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বায়ার-সেলার সম্মেলনকে একটি কার্যকরী প্রোগ্রাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, বায়ার-সেলার সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি স্টার্টআপ ও ঝরে পড়া উদ্যোক্তাদেরও অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ এসএমই উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর সাথে সমন্বয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ ডেটাবেজ তৈরির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিভাগীয় পর্যায়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের নতুন উদ্যোক্তা তৈরির কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, জেলা চেম্বার/ উইম্যান চেম্বার এর সহযোগিতায় এটি জেলা পর্যায়ে শুরু করা যেতে পারে। এসএমই উদ্যোক্তাদের এক্সেস টু ফাইন্যান্স প্রক্রিয়া আরো সহজীকিকরণের লক্ষ্যে 'এসএমই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবী বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম থেকে নারী উদ্যোক্তাগণ যাতে আরো বেশী উপকৃত হতে পারেন সেজন্য

মনিটরিং জোরদার করার প্রস্তাব রাখেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, এসএমই খাতে ডেটাবেজ হালনাগাদ করার জন্য বিবিএস কাজ করছে এবং এসএমই ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে অব্যাহতভাবে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

জনাব বিলকিস আহমেদ লিলি, সভাপতি, বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন উইম্যান চেম্বারগুলোর সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া তিনি জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে উইম্যান চেম্বারগুলোরগুলোকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ পর্যায়ে, সভাপতি পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদনের ওপর যাঁরা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদনটি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব আহবান করলে জনাব ড. মোঃ আবুল হোসেন, যুগ্মসচিব (ক্রীড়া-২ অনুবিভাগ), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতিবেদনটি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, অরুনিমা রিসোর্ট গলফ ক্লাব, নড়াইল তা সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১৮.০২.০১ এসএমই ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদনটি গ্রহণ ও নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুমোদন

০৫। সভাপতি জানান যে এসএমই ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেসার্স কে. এম হাসান এন্ড কোং নামক নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী মেসার্স কে. এম হাসান এন্ড কোং ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে। ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সকল সদস্যের নিকট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। সদস্যবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য প্রতিবেদনটি 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' এর সাথেও সংযুক্ত করা আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ফাউন্ডেশনের হিসাব ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটি প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেছে এবং দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন যথাযথ থাকায় তা গ্রহণ করে ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের বিষয়ে সুপারিশ করেছে। পরিচালক পর্ষদের ১৩৪তম সভায়ও প্রতিবেদনটি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অঃ দাঃ) নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত আকারে সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে, সভাপতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনটির বিষয়ে কোন মতামত থাকলে তা ব্যক্ত করার আহবান জানান এবং অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব আহবান করেন।

জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন প্রতিবেদন হয়েছে মর্মে মত প্রকাশ করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ও পদ্মা ব্যাংকে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ের বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। এ দুটি প্রতিষ্ঠানে আটকে থাকা অর্থের সুদ বা আসল পাওয়া না গেলেও ফাউন্ডেশনের আয় বিবরণীতে তা উল্লেখ করা হচ্ছে যা ভবিষ্যতে ফাউন্ডেশনের জন্য দায় সৃষ্টি হতে পারে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় দ্রুত অর্থ আদায়ের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। তিনি ব্যাংকে এফডিআরের ঝুঁকি এড়াতে এবং অধিক সুদের হার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখেন।

জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বিতরণকৃত রিভলিং ফান্ড এর রিকভারি রেট, নন পারফর্মিং লোন এর পরিমাণ প্রভৃতি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতো মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম বিশেষ করে জাতীয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাসের জন্য স্পন্সর এর মাধ্যমে সেগুলো আয়োজনের তাগিদ দেন এবং এর মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত অর্থ উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ব্যয় করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উইমেন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনকে ফাউন্ডেশন হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি জানান, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এ বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং উচ্চ আদালতে এতদসংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের আয় বিবরণী থেকে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এ বিনিয়োগকৃত অর্থ কিভাবে রাইট অফ করা যায় সে বিষয়ে অডিটরের মতামত গ্রহণ করে দেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পরবর্তী পরিচালক পর্ষদ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে মর্মে তিনি অবহিত করেন। সভাপতি আরো জানান ইতোমধ্যে পদ্মা ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত অর্থের অধিকাংশ পরিমাণ উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাকী অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সভাপতি জানান ফাউন্ডেশনের অর্থ ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। ফাউন্ডেশন তৈরির সময় সরকারি গেজেটে এনডাউমেন্ট ফান্ড এর অর্থ শুধুমাত্র ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করা যাবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করতে হলে গেজেট পরিবর্তন করতে হবে যা সময়সাপেক্ষ। এজন্য করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে সভাপতি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন কোম্পানি আইনে প্রতিষ্ঠিত বিধায় বর্তমানে এফডিআর এ বিনিয়োগ ঝুকিপূর্ণ, সুদের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং ফাউন্ডেশন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিবেচনায় পর্ষদ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফাউন্ডেশন ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারে।

সভাপতি আরো জানান, গত দু'বছরে ফাউন্ডেশন কর্তৃক মেলা আয়োজনের খরচের প্রায় ৭০ শতাংশ স্পন্সর সংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এ বছর ১১তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা সম্পূর্ণভাবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে করা হচ্ছে যার ফলে ফাউন্ডেশনের কোন অর্থ ব্যয় হবে না। ভবিষ্যতে বিভাগীয় ও আঞ্চলিক মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এ জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

গ্লোরিয়া ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এর স্বত্বাধিকারী জনাব এনায়েত হোসেন চৌধুরী ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রতিবেদনে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যয়ের তথ্য উল্লেখ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন, স্পন্সরের মাধ্যমে মেলা আয়োজনের ফলে মূলতঃ অপারেশন ব্যয়ের তুলনায় প্রশাসনিক ব্যয় অধিক দেখা যাচ্ছে। এ বছর জাতীয় এসএমই মেলায় ফাউন্ডেশনের কোন ব্যয় হবে না ফলে অপারেশন ব্যয় আরও কমে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি মেলা আয়োজনে সাশ্রয়কৃত অর্থ উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের মাধ্যমে অপারেশন ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া তিনি সারা দেশে এসএমই ফাউন্ডেশনের সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারিভাবে বাজেট বরাদ্দের অনুরোধ জানান।

এ পর্যায়ে, সভাপতি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব আহবান করলে জনাব অভিজিৎ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য-৪ (অতিরিক্ত সচিব) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্রতিবেদনটি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং এফএম প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এর স্বত্বাধিকারী জনাব গাজী তৌহীদুর রহমান তা সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১৮.০৩.০১ এসএমই ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ

০৬। সভাপতি বলেন, ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং নামক নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটসহ সাকুল্যে ৯৫,০০০/-টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগ করা হলে প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে যা পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গ্রহণপূর্বক বর্তমান বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি জানান, ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার বিষয়ে একই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং এর মতামত/সম্মতি কামনা করা হলে প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট ব্যতীত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পারিশ্রমিক উল্লেখ করে আর্থিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। তবে ১৩৪ তম পর্ষদ সভায় ভ্যাটসহ সাকুল্যে ১,০৫,০০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা পারিশ্রমিক নির্ধারণের সুপারিশ করা হয় এবং মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন, ফাউন্ডেশনের অডিটর হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এ পর্যায়ে, সভাপতি ফাউন্ডেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার বিষয়ে মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং কে ভ্যাটসহ সাকুল্যে ১,০৫,০০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব আহবান করলে ড. মোঃ মেসবাহ উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবটি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং জনাব এস ইউ হায়দার, সভাপতি, বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলাক্রাফ্ট) তা সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১৮.০৪.০১ মেসার্স কে. এম. হাসান এন্ড কোং নামক নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটসহ সাকুল্যে ১,০৫,০০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৫ ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন

০৭। সভাপতি জানান, ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদনের জন্য বর্তমান সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, উপস্থাপিত বাজেট পরিচালক পর্ষদের ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ১৩৪তম সভায় যাচাই ও পর্যালোচনা করে সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অঃ দাঃ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরে বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৫,৯০,৩৭,৫০০ (পনেরো কোটি নব্বই লক্ষ সায়ত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকার কর্মসূচি বাজেটসহ মোট ১৪৬,৩৭,০৫,২৫৫ (একশত ছেচল্লিশ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত পঞ্চান্ন) টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। যার মধ্যে ক্রেডিট হোলসেলিং বাবদ রয়েছে ১০৯,৩২,১৯,৫৬৯ (একশত নয় কোটি বত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত উনসত্তর) টাকা। সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক বাজেট অনুমোদন করা হলে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে আন্ত-উইং বাজেট সমন্বয় করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ক্যাশ ফ্লো এর পরিবর্তে ইনকাম স্টেটমেন্ট অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি প্রশাসনিক ও অপারেশন ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করার বিষয়টি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ফাউন্ডেশন সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে আরো বেশি আয় করতে পারে যা প্রোগ্রাম এর ব্যয়ে যুক্ত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, সুদক্ষ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা ও টিমের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের মোট ফান্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা আরো দক্ষতার সাথে ব্যয় করা ও সর্বোপরি কর্মপরিধি বাড়ানোর বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সভাপতি বলেন, ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধির একটি বড় কারণ অফিস ভাড়া বাবদ ব্যয়। তাই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের জন্য তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সদয় দৃষ্টি কামনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার পেছনে এসএমই উদ্যোক্তাদের রয়েছে বিরাট অবদান। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, মার্কেট লিংকেজসহ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে এসএমই ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এসকল কার্যক্রমকে আরো বৃহত্তর পরিসরে নেয়ার জন্য, উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা, রিসোর্স সর্বোপরি বাজেট বৃদ্ধিকরণে সভাপতি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব এ, কে, এম শাহাবুদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা প্রভৃতি সংস্থার সহযোগিতায় এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রজেক্ট পরিচালনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশন এর বিকল্প ফান্ডের যোগান হতে পারে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে মর্মে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যর প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, ফাউন্ডেশন বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএলও, UNESCAP, এশিয়া ফাউন্ডেশন প্রভৃতির সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশন এর অর্জিত অভিজ্ঞতা ও আস্থার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় বড় প্রকল্প হাতে নিতে পারে মর্মে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি আলোচ্যসূচি-৫ অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব আহবান করলে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির উপদেষ্টা জনাব আমীন হেলালী অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং জনাব সুফিয়া নাজিম, যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তা সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১৮.০৫.০১ ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য উপস্থাপিত মোট ১৪৬,৩৭,০৫,২৫৫ (একশত ছেচল্লিশ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত পঞ্চান্ন) টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৬ সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যেকোন বিষয়

০৮। জনাব এস ইউ হায়দার, সভাপতি, বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলাক্রাফ্ট) হস্তশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নেয়া এবং সুরক্ষা প্রদানের জন্য সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশন হস্তশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, হ্যান্ডিক্রাফট প্রোডাক্ট ম্যাপিং, নীতি সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কেট লিংকেজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সহায়তায় একটি রিসার্চ সেল গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের ম্যান্ডেট অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের পলিসি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সারাবছরব্যাপী উদ্যোক্তাদের ভ্যাট/ট্যাক্স সংক্রান্ত ইস্যুসহ পলিসিগত বিভিন্ন ইস্যুতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি রিসার্চ সেল থাকা প্রয়োজন।

জনাব অভিজিৎ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বলেন, সম্প্রতি বিডা ও ইউএনডিপি যৌথভাবে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তিনি উক্ত কর্মসূচির আওতায় অ্যান্ট্রাপ্রিনিয়রশীপ ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্টে এসএমই ফাউন্ডেশনকে যুক্ত হবার আহবান জানান এবং এক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি জানান, বিডা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক, লেদার ও লেদারগুডসসহ বিভিন্ন সেক্টরে প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন বিষয়ে কাজ করছে। তিনি এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন এর জন্য বিডা ও এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া, এসএমই সেক্টরের উদ্যোক্তাদের প্রনোদনা প্রদান এবং ট্যাক্স বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বিডা ও এসএমই ফাউন্ডেশন একসাথে কাজ করতে পারে মর্মে প্রস্তাব রাখেন। এক্ষত্রে তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

প্রফেসর ড. সুবোদ দেব নাথ, অধ্যাপক, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, এসএমই পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্লাস্টারভিত্তিক বিভিন্ন হেরিটেজ পণ্য জিআই হিসেবে স্বীকৃতি পেতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

এ পর্যায়ে সভাপতি সাধারণ পর্ষদ এবং পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আজকের এই সভায় যে সকল পরামর্শ উঠে এসেছে সেগুলো বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটি ও পরিচালক পর্ষদের সভার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। আগামীতেও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনকে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের প্রতি আহবান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন জেলা চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তাদের চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাঁদের সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামীতে তাদের সাথে কাজের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসএমই উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সবশেষে, সভাপতি ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান)
সভাপতি

চিত্রে ফাউন্ডেশনের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন

- বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস
- ক্লাস্টার উন্নয়ন
- ফাইন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- পলিসি অ্যাডভোকেসি
- পাবলিক রিলেশন
- প্রযুক্তি উন্নয়ন
- নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন
- রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
- বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার
- প্রশাসন

পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন

এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত

এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম

এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সকল সদস্যকে পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন, বার্ষিক সাধারণ সভায় এসএমই ফাউন্ডেশন পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে বিগত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুমোদনসহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের মূল্যবান বক্তব্য, সুচিন্তিত মতামত ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন, যা পরবর্তী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। তাই আজকের দিনটি ফাউন্ডেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আগারগাঁও পর্যটন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ বিষয় গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। সভায় সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যে সকল মতামত, পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করেন, তা ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ওপর মতামত ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। পরিচালক পর্ষদ উক্ত মতামত ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাথে সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে সংশ্লিষ্টকরণ এবং তাঁদের অভিজ্ঞ মতামত ও সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে সাধারণ পর্ষদ এবং পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে ১৪টি ওয়ার্কিং কমিটি এবং পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে ১টি এডিটোরিয়াল বোর্ড গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে এসব কমিটির ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আপনারা জানেন, কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে দেশের সব অঞ্চলের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পুনরায় ব্যবসা চালু করতে গিয়ে তারা তহবিল সংকট এবং বাজারজাতকরণ সমস্যার সম্মুখীন হন। এসএমই ফাউন্ডেশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মাত্র সাড়ে চার মাসে ৩১৩২জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার কাছে ৩০৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের পর ফেরত আসা ঋণের অর্থ এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিলের সমন্বয়ে ৪৫০ কোটি টাকার 'রিভলভিং তহবিল' গঠন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এই তহবিল থেকে অংশীদার ২০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০১২জন উদ্যোক্তার মাঝে মাত্র ৪ শতাংশ সুদে ২৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, যাদের মধ্যে ৮৩% পুরুষ (২,৩৩১জন) ও ১৭% নারী-উদ্যোক্তা (৬৮০জন)। এজন্য আমি ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে এখনো অনেক উদ্যোক্তা ঋণের আওতার বাইরে থাকার বিষয়টি সরকারের নজরে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এছাড়া উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণ, পণ্য বহুমুখীকরণ, রপ্তানিমুখী পণ্য তৈরি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়েও ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে এবারের বার্ষিক সাধারণ সভা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, সকলে মিলে আমরা এসএমই ফাউন্ডেশনকে একটি আধুনিক, গতিশীল এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো, যাতে করে ফাউন্ডেশন দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ৩৪,৭২০জন (পুরুষ ১৭,০০১জন ৪৯%, নারী ১৭,৭১৯জন ৫১%) এসএমই উদ্যোক্তাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। গৃহিত ৮০৭টি কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৬৯২টি। বাস্তবায়নের হার ৮৫%। এ পর্যায়ে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়নকৃত পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন অর্থাৎ জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ সময়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হলো:

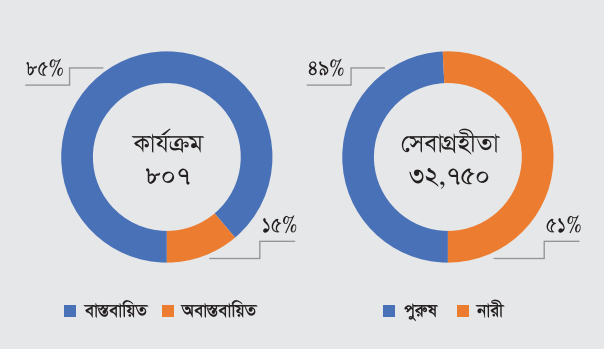

বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ, ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন, অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান, ব্যবসায়িক তথ্যাবলির সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, জাতীয় ও বিভাগীয়/আঞ্চলিক/খাতভিত্তিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার/প্রতিযোগিতা আয়োজন প্রভৃতি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস উইংয়ের কর্মপরিকল্পনায় ৫৬টি কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ৪৫টি। বাস্তবায়নের হার ৮০%।

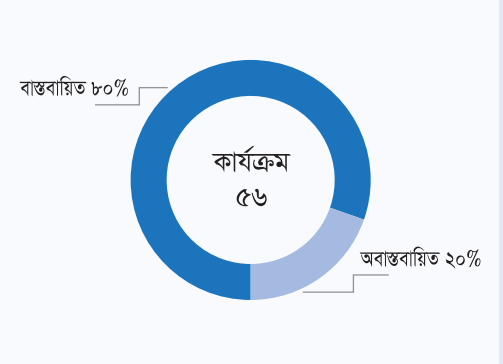

১১তম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্য মেলা ২০২৪ আয়োজন

১১তম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্য মেলা ২০২৪

১৯-২৫ মে ২০২৪ রাজধানীর আগারগাঁও-এ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় শতভাগ দেশী পণ্যের সবচেয়ে বড়ো আয়োজন ১১তম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্য মেলা। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩ বিজয়ী ৭জন মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তার হাতে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত হন বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা নারী ক্যাটাগরিতে রংপুর ক্রাফটের মিজ স্বপ্না রাণী সেন, বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা পুরুষ ক্যাটগরিতে হাতবাক্স'র জনাব মো. শাফাত কাদির, বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরুষ ক্যাটাগরিতে জনাব মো. ওয়ালিউল্লাহ ভূঁইয়া, বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নারী ক্যাটাগরিতে মিজ তাসলিমা মিজি, বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা পুরুষ ক্যাটাগরিতে মাসুদ অ্যাগ্রো প্রসেসিং ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের জনাব আশরাফ হোসেন মাসুদ, বর্ষসেরা মাঝারি নারী উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে মিজ সীমা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মিজ সীমা সাহা এবং বর্ষসেরা স্টার্টআপ ক্যাটাগরিতে ড. চাষী ইনকর্পোরেশনের মিজ মদিনা আলী।

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩ বিজয়ীগণ

মেলায় অংশগ্রহণ করে ৩৫০টিরও বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং উদ্যোক্তা সেরাগণকারী প্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে প্রায় ৬০% নারী-উদ্যোক্তা। এছাড়া ৩০টি ব্যাংক, ১৫টি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস ক্লাবসহ আরো প্রায় ৫০টি উদ্যোক্তা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলায় তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বেশি ৭৫টি প্রতিষ্ঠান, পাটজাত পণ্যের ৪২টি, হস্ত ও কারু শিল্পের ৩৮টি, চামড়াজাত পণ্য খাতের ৩২টি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের ২৭টি, হালকা প্রকৌশল শিল্পের ২৩টি, খাদ্যপণ্যের ১৪টি, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা খাতের ১৩টি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এসএমই ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের ১২টি, হারবাল/ভেষজ শিল্পের ৫টি, জুয়েলারি শিল্পের ৫টি, প্লাস্টিক পণ্যের ৪টি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স খাতের ৩টি, ফার্নিচার খাতের ৩টি এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৯টি স্টল ছিল। মেলায় এসএমই ঋণ বিতরণকারী ২৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে, যাদের কাছ থেকে উদ্যোক্তারা এসএমই ঋণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য স্পষ্টীকরণসহ ব্যাংকারদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও পরামর্শ করার সুযোগ পান। মেলায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবার বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী আগ্রহী উদ্যোক্তাগণের নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিচালিত বিজনেস ইনকিউবিশন সেন্টার সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পাশাপাশি ইনকিউবিশন সেন্টার ব্যবহারের জন্য আগ্রহী স্টার্টআপ/নতুন উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক নিবন্ধন করা হয়। দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা সেবামূলক মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারাই মেলায় পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পান। বিদেশী/আমদানিকৃত কোন পণ্য মেলায় প্রদর্শন কিংবা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য, পণ্য বিপণনের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তার অংশ হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে ২০১২ সাল থেকে জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করছে। ১১তম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্য মেলা আয়োজনে প্রধান স্পন্সর প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল সিটি ব্যাংক। গোল্ড স্পন্সর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ও লংকা বাংলা ফাইন্যান্স। সহযোগিতায় ইস্টার্ন ব্যাংক, আইডিএলসি ফাইন্যান্স এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। ৭ দিনের মেলায় প্রায় ১৩ কোটি টাকার পণ্য বিক্রির পাশাপাশি প্রায় ২০ কোটি টাকার ক্রয়াদেশ পেয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

২১ জানুয়ারি-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর উদ্যোগে পূর্বাচলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (DITF) ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন স্টলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাহারি ও ঐতিহ্যবাহী পণ্য এবং ফাউন্ডেশনের সহায়তাপুস্ট বিভিন্ন ক্লাষ্টারের পণ্য বিক্রি ও প্রদর্শন করেন ১১জন উদ্যোক্তা।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ

মেলায় এসএমই ফাউন্ডেশনের স্টলে বহুমুখী পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য, ফার্নিচার পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। এছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশনের প্যাভিলিয়নে ফাউন্ডেশনের পরিচিতি ও কার্যক্রম দর্শনার্থীদের নিকট তুলে ধরা হয়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশন শ্রেষ্ঠ প্রিমিয়ার স্টল ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করে এবং পুরস্কার গ্রহণ করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চট্টগ্রামে 14th International SME Women Expo 2024 আয়োজন

এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (CWCCI)-এর উদ্যোগে ২০ এপ্রিল ২০২৪ থেকে চট্টগ্রামে '14th International SME Women Expo 2024' আয়োজন করা হয়। ৫২দিন ব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় ৩৫০টি স্টলে ও ১৫টি প্যাভেলিয়নে নিজেদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করেন উদ্যোক্তারা। নারী-উদ্যোক্তাদেরকে স্বল্প মূল্যে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। উক্ত মেলায় অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা এসএমই ফাউন্ডেশন। এছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, এফবিসিসিআই ও আইএলও প্রগ্রেস প্রজেক্ট মেলা আয়োজনে সহযোগিতা করে।

যশোর ও ময়মনসিংহে বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন

০১-০৭ জুন ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহায়তায় যশোরের টাউন হল মাঠে বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ এবং খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো. হেলাল মাহমুদ শরীফ। ০৬ জুন ২০২৪ 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বর্তমান ও ভবিষৎ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' সেমিনার আয়োজন করা হয়। মেলা চলাকালীন ৭দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মেলায় দেশাত্মবোধক নাচ, গান, লোকজ সঙ্গীত, শিশুদের

নাচ, গান ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। মেলায় ৪৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

০৬-১২ জুন ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ময়মনসিংহে বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী। ১২ জুন ২০২৪ 'ময়মনসিংহ বিভাগের এসএমই খাতের উন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ৪৬টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মেলা চলাকালীন ৭দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় লোকজ সঙ্গীত, শিশুদের নৃত্য, ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

'১৯তম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হালাল শোকেস ২০২৩'-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

১৯তম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হালাল শোকেস ২০২৩'-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ

১২-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিশ্বের বৃহত্তম হালাল শোকেস হিসেবে পরিচিত মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক হালাল শোকেসের ১৯তম আসরে ১৩জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র সহযোগিতায় এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের তত্ত্বাবধানে মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ১৬টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম '১৯তম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হালাল শোকেস এবং দ্যা গ্লোবাল হালাল সামিট-২০২৩' উদ্বোধন করেন। মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ, বাণিজ্য, শিল্পমন্ত্রী এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. গোলাম সরোয়ার বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে খাদ্য, পোশাক শিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, আইটি ও হস্তশিল্প ক্যাটাগরিতে পিপলস লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ, কে এম আর ক্রাফট, কারুপণ্য, বন্ধন নূরস, অ্যালবাট্রস ফ্যাশন, পশরা লেদার অ্যান্ড জুট, জুটেক্স, বিদোরা ব্যাগ এবং হস্তশিল্প, টেকসলিউশন, প্রিঙ্ক, ত্রিনাস ক্লোসেট, ডাইনাস গ্ল্যামার এবং কল্পতরু ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ছাড়াও মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ট্রেড কমিশন, সরকারি সংস্থা, শিল্প ও ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মেলায় বাংলাদেশি পাটপণ্যের প্রতি বিভিন্ন দেশের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় 'বাংলাদেশ ফেষ্টিভ্যাল ২০২৩'-এ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ

'বাংলাদেশ ফেষ্টিভ্যাল ২০২৩'-এ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল'। চার দিনব্যাপী উৎসবে এয়ারলাইনস, হোটেল, রিসোর্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ট্যুরিস্ট-ভেসেল, ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বিভিন্ন ট্রেডবডি/চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাগণ এই ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবে বিভিন্ন জেলার খাবার, পর্যটন পণ্য ও সেবা তুলে ধরা হয় দর্শনার্থীদের কাছে। ফেস্টিভ্যালে ১৬টি ষ্টলে চিটাগং উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (CWCCI), বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (BWCCI), বাংলাদেশ জুট ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে রাজশাহী নকশী ঘর, সিল্ক সম্ভার, ই-ক্রাফট, মহৎ হস্তশিল্প, টি গাঁও কারুশিল্প, কারুপল্লী, দি গোল্ডেন ক্লোজেট ও বেকি ফাউন্ডেশন অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন জেলাভিত্তিক পণ্যসহ বাংলাদেশের ঐতিহ্য প্রর্দশন ছিল এ ফেস্টিভ্যালের মূল লক্ষ্য।

BLLISS 2023-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ

BLLISS 2023-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ

১২-১৪ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা-আইসিসিবিতে লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) বহুমুখী চামড়াজাত পণ্যের প্রচার এবং প্রসারের উদ্যেশ্যে বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো BLLISS 2023 আয়োজন করে। এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন লেদারক্রাফট অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য উদ্যোক্তাগণ এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

‘রাজশাহী সিল্ক উন্নয়নে করণীয়’ অংশীজন মতবিনিময় সভা

১২ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনলাইনে ‘রাজশাহী সিল্ক উন্নয়নে করণীয়’ শীর্ষক অংশীজন মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার। কর্মশালায় বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, তাঁত বোর্ড, বিসিক আঞ্চলিক অফিস রাজশাহী, রেশম শিল্প মালিক সমিতি, বাংলাদেশ সিল্ক শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় রাজশাহী সিল্ক উন্নয়ন এবং এ শিল্পের বিকাশে করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

SME Export & Internationalization Program

SME Export & Internationalization Program -এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

১৬ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘SME Export & Internationalization’ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ‘রপ্তানি সম্ভবনাময় উদ্যোক্তা ও পণ্য পর্যালোচনা’ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পাট ও চামড়াজাত সেক্টরের ৬০জন উদ্যোক্তার মধ্যে থেকে রপ্তানি সম্ভবনাময় উদ্যোক্তা নির্বাচনের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পাটজাত পণ্য খাতের বিশেষজ্ঞ এবং ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য জনাব রাশেদুল করীম মুন্না, স্বত্তাধিকারী, ক্রিয়েশন এবং মাটিঘর-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এবং রপ্তানি সেবা বিশেষজ্ঞ জনাব মো. জাহিদ হোসেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক মিজ মোসা. নাজমা খাতুনের সঞ্চালনায় কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার।

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে ‘Bangladesh Festival’-এ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ

০৮-০৯ ডিসেম্বর ২০২৩ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পযটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে আয়োজিত ‘Bangladesh Festival’-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বরিশাল উইমেন চেম্বার এবং পটুয়াখালী উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি’র সদস্যসহ বিভিন্ন খাতের ২৫জন উদ্যোক্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

কক্সবাজারে ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন’ শীর্ষক অংশীজন সভা

২১ ডিসেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কক্সবাজারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি জনাব আবু মোরশেদ চৌধুরী এবং কক্সবাজার উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি মিজ জাহানারা ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব বিভীষন কান্তি দাশ।

কক্সবাজারে ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন’ অংশীজন সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সভায় কক্সবাজারসহ পার্বত্য তিন জেলার উদ্যোক্তা, নারী-উদ্যোক্তা, বিভিন্ন চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন ও উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সম্ভাবনাময় খাতগুলোর বর্তমান প্রেক্ষাপট, সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ক্লাস্টার উন্নয়ন

২০১৩ সালে এক গবেষণার মাধ্যমে দেশের ১৭৭টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এরপর থেকে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ১০০টি ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ক্লাস্টার উন্নয়ন উইংয়ের ৩৭টি কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ৩৫টি। বাস্তবায়নের হার ৯৫%।

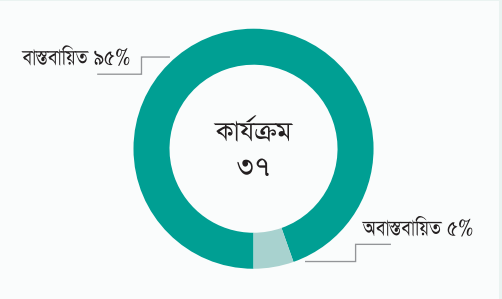

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ক্লাস্টারভিত্তিক কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (CFC) স্থাপন

পণ্যের মানোন্নয়নে স্বল্প খরচে উদ্যোক্তাদের আধুনিক প্রযুক্তির সেবা দিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (CFC) স্থাপন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ১৮ আগস্ট ২০২৩ রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে এসএমই ফাউন্ডেশনের তৎকালীন চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এস এম আলম, ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ সদস্য জনাব মির্জা নূরুল গণী শোভন, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. সফিকুল ইসলাম এবং রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব অসীম কুমার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মিজ ফারজানা খান এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো. সোহরাব হোসেন। CFC এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসএমই ফাউন্ডেশন ও কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয় এবং কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (CFC) পরিচালনায় ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

এছাড়া কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে স্থাপিত সিএফসির মেশিন স্পেসিকেশন অনুযায়ী যাচাই, ডেলিভারি, ওয়ারিং, ইন্সটলেশন, কমিশনিং সার্ভিস সরবরাহ ও স্থাপন যথাযথভাবে হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য Technical Inspection and Acceptance Committee (TIAC) কমিটি গঠন করা হয়। ২৬ মে ২০২৩ কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে সিএফসি'র যন্ত্রপাতি আনলোড করা হয়। টেকনিক্যাল রিসোর্স পার্সনসহ TIAC কমিটি ২৬-২৭ মে ২০২৩ কালুহাটিতে সিএফসি মেশিন আনলোডিং তদারকি, মনিটরিং ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। উলেখ্য, কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (CFC)-এর মেশিন, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনসহ ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং এর কাজ সম্পন্ন করেছে True Engineers Associates। ১৬-১৭ আগস্ট ২০২৩ ফাউন্ডেশনের TIAC সদস্যগণ সিএফসি'র যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন যাচাই করে কমিশনিং সম্পন্ন করেন। উক্ত টিমে টেকনিক্যাল রিসোর্স পার্সন ছিলেন পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারগুডস-এর প্রোপ্রাইটর হাফিজুর রহমান এবং এক্সি লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার-এর প্রোপ্রাইটর জনাব মো. মাসুদ পারভেজ।

সারা দেশের এসএমই ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা ও ক্লাস্টারে তৈরি পণ্য প্রদর্শন

২৮ এপ্রিল ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সারা দেশের এসএমই ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন ও ক্লাস্টারে তৈরি পণ্য প্রদর্শন করা হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ সদস্য জনাব মির্জা নূরুল গণী শোভন। উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ, মহাব্যবস্থাপক মিজ ফারজানা খান, উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক রাহুল বড়ুয়া। মতবিনিময় সভায় ক্লাস্টারসমূহে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও পরবর্তী অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ শ্রীমঙ্গল মনিপুরী তাঁত শিল্প ক্লাস্টার, শাহজাদপুর তাঁত শিল্প ক্লাস্টার, সাটুরিয়া তাঁত শিল্প ক্লাস্টার, মিরপুর বেনারসি ক্লাস্টার, কুমারখালী টেক্সটাইল মিল ক্লাস্টার, সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টার, গোবিন্দগঞ্জ হোসিয়ারি ক্লাস্টার, জামালপুর নকশিকাঁথা ক্লাস্টার, যশোর নকশিকাঁথা ক্লাস্টার, পাদুকা শিল্পের জন্য অগ্রগণ্য হাজারিবাগ লেদার ক্লাস্টার, কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার, ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার, পূর্ব মাদারবাড়ি লেদার ক্লাস্টার, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর থেকে বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার এবং অন্যান্য খাতের মধ্যে নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার, বাউফল মৃৎশিল্প ক্লাস্টার, নলতা গজ-ব্যান্ডেজ শিল্প ক্লাস্টার, আগর আতর ক্লাস্টার, কেশবপুর হ্যান্ডিক্রাফট ক্লাস্টার, নলছিটি শীতলপাটি ক্লাস্টার, ঘিওর বাঁশ বেত শিল্প ক্লাস্টার, ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি ক্লাস্টারসহ ২২টি ক্লাস্টারের প্রায় ৪০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে ক্লাস্টার প্রতিনিধিগণ তাদের তৈরিকৃত পণ্য প্রদর্শন করেন।

‘শিল্প সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও নারীর ক্ষমতায়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনার

১১তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২৪-এর অংশ হিসেবে ২২ মে ২০২৪ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘শিল্প সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও নারীর ক্ষমতায়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো. সোহরাব হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব পরিমল সিংহ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এবং জনাব মির্জা নূরুল গণী শোভন, পরিচালক, পরিচালক পর্ষদ, এসএমই ফাউন্ডেশন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ। উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব মো. রাশেদুল করীম মুন্না, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ এবং মহাব্যবস্থাপক মিজ ফারজানা খান।

ক্লাস্টারে তৈরি পণ্য প্রদর্শন ও ৩টি ক্লাস্টারের পণ্য ক্যাটালগ প্রকাশ

ক্লাস্টারে তৈরি পণ্য প্রদর্শন ও ৩টি ক্লাস্টারের পণ্য ক্যাটালগ

১৯-২৫ মে ২০২৪ ঢাকায় ৭ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ১১তম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্য মেলায় যশোরের নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার, যশোর নকশি ক্লাস্টার ও কেশবপুর হ্যান্ডিক্রাফটস ক্লাস্টার, মানিকগঞ্জের ঘিওর বাঁশ-বেত শিল্প ক্লাস্টার, পটুয়াখালীর বাউফল মৃৎশিল্প ক্লাস্টার, শ্রীমঙ্গলের মণিপুরী তাঁতশিল্প ক্লাস্টার, জামালপুরের নকশি ক্লাস্টার, রাজশাহীর নকশি ক্লাস্টার, ঝালকাঠির নলছিটি শীতলপাটি ক্লাস্টার, ঢাকার হাজারীবাগ লেদার ক্লাস্টার ও শ্যামপুর-কদমতলী ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য ক্লাস্টার, সাভারের ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। স্টলগুলোতে উদ্যোক্তারা তাঁত পণ্য, মৃৎশিল্প পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, নকশিকাঁথা, হ্যান্ডিক্রাফট, ক্রিকেট ব্যাট পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করে। ক্লাস্টারের জন্য বরাদ্দকৃত এই স্টলগুলোতে ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় একাধিক উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির সুযোগ লাভ করে। মেলায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তৈরিকৃত হাজারীবাগ লেদার, কেশবপুর হ্যান্ডিক্রাফট ও জামালপুর নকশি ক্লাস্টারের পণ্য ক্যাটালগ উদ্বোধন করা হয়। ফাউন্ডেশনের পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট, বহুমুখীকরণ ও মানোন্নয়ন প্রশিক্ষণের ফলে ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের পণ্যের ডিজাইনে বৈচিত্র্য এসেছে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য বিক্রয়, প্রদর্শন ও প্রচার-প্রসারের সুযোগ পেয়েছেন। মেলায় উদ্যোক্তারা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের থেকে অর্ডার পেয়েছেন।

‘সিএফসি’র যন্ত্রপাতি পরিচালনা’ প্রশিক্ষণ

‘সিএফসি’র যন্ত্রপাতি পরিচালনা’ প্রশিক্ষণ

০৪-০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি)-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ‘কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি)–এর যন্ত্রপাতি পরিচালনা’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো. সোহরাব হোসেন সিএফসির সঠিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উদ্যোক্তা ও কর্মীদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন ছিলেন পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারগুডস-এর প্রোপাইটর জনাব হাফিজুর রহমান এবং ফিলহান্ট ফুটওয়্যার-এর প্রোডাকশন ডেভেলপার জনাব মনোরঞ্জন বিশ্বাস।

যশোর ও সিরাজগঞ্জে এসএমই ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই

০৪ অক্টোবর ২০২৩ সিএফসি স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধিদল যশোরের নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয় এসময় টেকনিক্যাল রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই)-এর বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মো. রওশন আলী। পরবর্তীতে কাঠ ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে ক্লাস্টারটিতে কাঠ ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং প্ল্যান্ট

স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যশোরের নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টারে কাঠ ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং প্যান্ট স্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। এসময় সিএফসি স্থাপনের জন্য নির্ধারিত সম্ভাব্য জায়গা পরিদর্শন, ম্যাপিং এবং উদ্যোক্তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

৫ মার্চ ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপনে বিশেষজ্ঞসহ সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রস্তাবিত স্থান ও ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মো. মোহাদ্দেস হোসেন এবং শাহজাদপুর তাঁত মালিক সমবায় সমিতির সভাপতি জনাব মনির আক্তার খান তরু লোদী, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু হাসান খান মণি এবং ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে শ্রীলঙ্কার এসএমই উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর মতবিনিময় সভা

এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে শ্রীলঙ্কার এসএমই উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর এসএমই ক্লাস্টার পরিদর্শন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করবে শ্রীলঙ্কা। এসএমই খাতের উন্নয়নে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন শ্রীলঙ্কার এসএমই উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী Prasanna Ranaweera MP এবং শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল ক্র্যাফট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান Sampath Erahapola। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার Ruwanthi Delpitiya ও ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ, মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার, মিজ ফারজানা খান ও জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। মতবিনিময় সভার আগে অতিথিগণ এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। সভায় বাংলাদেশে এসএমই খাতের চিত্র এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম তুলে ধরেন উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ। এসময় ঢাকায় শ্রীলংকার হাইকমিশনার জনাব রুয়ান্থি দেলপিথিয়া এসএমই খাতে বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। শ্রীলংকা'র ন্যাশনাল ক্রাফট কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন Sampath Erahapola তাঁর দেশের টেক্সটাইল খাতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। শ্রীলংকার এসএমই উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী Prasanna Ranaweera MP এসএমই উন্নয়নে গঠিত ইনস্টিটিউট পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং বাংলাদেশের এমএমই উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের প্রশংসা করে ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

ক্লাস্টারভিত্তিক অনলাইন পণ্য প্রদর্শনীতে যুক্ত হয়েছে নতুন দু'টি ক্লাস্টার

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ক্লাস্টার ও ক্লাস্টারে উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র www.smeclusterbd.com তৈরি করা হয়। চলতি অর্থবছরে হাজারীবাগ লেদার ক্লাস্টার এবং জামালপুর নকশি ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা ও উৎপাদিত পণ্য অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে ক্লাস্টার দুইটির ৪০ জন উদ্যোক্তাকে অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্রে তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনের জন্য প্রোফাইল তৈরি করে দেয়া হয়। হাজারীবাগ লেদার ক্লাস্টারের জন্য www.smeclusterbd.com/hazaribagh-cluster/ এবং জামালপুর নকশি ক্লাস্টারের জন্য www.smeclusterbd.com/jamalpur-cluster/-এ প্রায় ৫০০টি পণ্যের ধরণ, বিবরণ, দাম এবং উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হয়েছে।

'ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী ও ওয়েবসাইট ব্যবহারে প্রায়োগিক শিক্ষা' কর্মশালা

'ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী ও ওয়েবসাইট ব্যবহারে প্রায়োগিক শিক্ষা' কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

০৬ আগস্ট ২০২৩ ঢাকার সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নে আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি শিল্প ক্লাস্টারে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'অনলাইন পণ্য প্রদর্শনী ও ওয়েবসাইট ব্যবহারে প্রায়োগিক শিক্ষা' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের

সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাহুল বড়ুয়া, সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব আবু সালেহ মো. এমদাদুল্লাহ এবং ভাকুর্তা বাজার ইমিটেশন জুয়েলারি সমবায় সমিতির সভাপতি জনাব নাজিম উদ্দিনসহ ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণ। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ওয়েবসাইটটির বিভিন্ন ফিচারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন টেক সলিউশনসের প্রধান প্রোগ্রামার জনাব আসাদুল্লাহ আল ইমরান। এসময় উদ্যোক্তারা অ্যাকাউন্ট খুলে তাদের পণ্যের ছবি ও বিবরণ আপলোড করেন।

টাঙ্গাইলের বল্লা তাঁতশিল্প ক্লাস্টারে ‘বিপণন কৌশল’ প্রশিক্ষণ

টাঙ্গাইলের বল্লা তাঁতশিল্প ক্লাস্টারে ‘বিপণন কৌশল’ প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান

৩০-৩১ জুলাই ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে টাঙ্গাইলের বল্লা তাঁতশিল্প ক্লাস্টারে ‘বিপণন কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ক্লাস্টারে উৎপাদিত তাঁত পণ্যের সফল বিপণন পদ্ধতি, বর্তমান বাজার ব্যবস্থা, অনলাইন বিপণন মাধ্যম, পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাহুল বড়ুয়া ও সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মেহেদী হাসান। পরে এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি দল ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনময় করেন। পরিদর্শনে ইলেকট্রিক জ্যাকার্ড মেশিন, পাওয়ার লুম ও হ্যান্ড লুমের মাধ্যমে তাঁতপণ্য উৎপাদন পদ্ধতি, কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওয়াশিংসহ ক্লাস্টারের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

‘বেনারসি পণ্যের ডিজাইন ও মানোন্নয়ন’ প্রশিক্ষণ

‘বেনারসি পণ্যের ডিজাইন ও মানোন্নয়ন’ প্রশিক্ষণে সনদ প্রদান

১৭-২১ ডিসেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকার মিরপুর বেনারসি ক্লাস্টারে ‘বেনারসি পণ্যের ডিজাইন ও মানোন্নয়ন’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ঐতিহ্যবাহী বেনারসির মোটিফের সাথে জামদানি মোটিফের ফিউশন ও কালার কম্বিনেশনের মাধ্যমে বেনারসি পণ্যের ডিজাইন যুগোপযোগী করা এবং পণ্যের বৈচিত্র্য আনয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মিজ ফারজানা খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেনারসি ওয়েলফেয়ার কমিউনিটির সভাপতি জনাব শামীম আখতার সিদ্দিকী।

কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে ‘বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পণ্য উৎপাদন’ কর্মশালা

‘বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পণ্য উৎপাদন’ কর্মশালা

১০-১২ নভেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে ‘বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পণ্য উৎপাদন’ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ এবং ভৈরব পাদুকা কারখানা মালিক সমবায় সমিতির সভাপতি জনাব মো. আল-আমিন। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন জনাব তাসনিম আলম চামড়া শিল্পে উৎপন্ন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে উদ্যোক্তা-কর্মীদের অবহিত করেন। এছাড়া বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পণ্য উৎপাদন কৌশলে এর ব্যবহারিক প্রদর্শন করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের কর্মী এবং উদ্যোক্তাগণ জুতা, স্যান্ডেলের পাশাপাশি বেল্ট, মানিব্যাগ, চাবির রিং, পার্স ইত্যাদি উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য বহুমুখীকরণ ও উৎপাদন খরচ কমাতেও সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

‘পণ্যের ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট’ প্রশিক্ষণ

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকার মিরপুর বেনারসি ক্লাস্টারে ‘বেনারসি পণ্যের ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে পূর্বে তৈরিকৃত পাঞ্চকার্ডের সাহায্যে তাঁতে নতুন ডিজাইনের শাড়ি বুনন করা হয়।

'পণ্যের ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট' প্রশিক্ষণ

এছাড়া উইভিং ম্যাটেরিয়াল, টেকনিক্যাল শিট তৈরি, জ্যাকার্ড বুননের সাইজে ড্রাফটিং হাতে-কলমে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে বেনারসি শাড়ির ওয়েস্টেজ কাপড় দিয়ে ব্যাগ, বটুইয়া ব্যাগ, শোল্ডার ব্যাগ, স্কার্ফ বানানো হয়।

যশোরে 'হস্তশিল্প পণ্যের ডিজাইন ও মানোন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

যশোরে 'হস্তশিল্প পণ্যের ডিজাইন ও মানোন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যশোরের কেশবপুর হ্যান্ডিক্রাফট ক্লাস্টারে 'হস্তশিল্প পণ্যের ডিজাইন ও মানোন্নয়ন' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

হালকা প্রকৌশল ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের রানার অটোমোবাইলসে এক্সপোজার ভিজিট

হালকা প্রকৌশল ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের রানার অটোমোবাইলসে এক্সপোজার ভিজিট

২২ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যশোর ও বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের ০৭জন উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে ময়মনসিংহের ভালুকায় রানার অটোমোবাইলস-এর কারখানায় এক্সপোজার ভিজিট ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। এসময় উদ্যোক্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন পদ্ধতি প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অটোমোবাইলস -এর প্ল্যান্ট হেড সঞ্জয় ভালেরাও এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মেজর (অব.) মির্জা গোলাম হাফিজ, এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ এবং সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মেহেদী হাসান। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিভিন্ন প্রকার আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক উপকরণ উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে এই শিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগণ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তিতে পণ্য উৎপাদন করছে। এক্সপোজার ভিজিটের ফলে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে আধুনিক ও যুগোপোযোগী পদ্ধতি ব্যবহার এবং যথাযথ টেস্টিং, সার্টিফিকেশন ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের সাথে বড় ইন্ডাস্ট্রির যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করবে ও পণ্যের নতুন বাজার খুঁজে পেতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদোগে সম্ভাব্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে আলোচনা সভা

বিশ্ব ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদোগে সম্ভাব্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে আলোচনা সভা

১২ ডিসেম্বর ২০২৩ ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্ভাব্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মিজ ফারজানা খান, উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাহুল বড়ুয়া, সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মেহেদী হাসান এবং বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট মিজ হোসনা ফেরদৌস সুমি।

শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে এক্সপোজার ভিজিট ও মতবিনিময়

২৯ এপ্রিল ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের নিয়ে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে এক্সপোজার ভিজিট ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সাটুরিয়া হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা

শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের কারখানা ও শোরুম পরিদর্শন করেন এবং পণ্য, কাঁচামাল, টেকনোলোজি, পণ্য ও কাঁচামালের বাজার, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাজারজাতকরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে এক্সপোজার ভিজিট ও মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন শাহজাদপুর উপজেলা তাঁত মালিক ও সহায়ক শক্তি বহুমুখী ক্লাস্টার সমবায় সমিতির সেক্রেটারি জনাব আবু হাসান খান মনি, সাটুরিয়া ডিজিটাল তাঁত পল্লীর প্রতিনিধি অরুণ রায়, এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ।

যশোরের কেশবপুর হ্যান্ডিক্রাফটস ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

যশোরের কেশবপুর হ্যান্ডিক্রাফটস ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

সম্ভাবনাময় নতুন ক্লাস্টার চিহ্নিতকরণ, যোগাযোগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৪ অক্টোবর ২০২৩ ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক রাহুল বড়ুয়া এবং সহকারী ব্যবস্থাপক মেহেদী হাসান যশোরের কেশবপুরে হ্যান্ডিক্রাফটস ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। যশোরের কেশবপুরের আলতাপোল, কন্দর্পপুর, বড়েঙ্গা ও মঙ্গলকোট গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ক্লাস্টার। নব্বই দশকের শুরুর দিকে আলতাপোল গ্রামের জনাব ইনসার আলী ভারত থেকে শিখে এসে কাঠের কাজ শুরু করেন এবং তার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজে যুক্ত হন আলতাপোল, কন্দর্পপুর, বড়েঙ্গা ও মঙ্গলকোটসহ আশপাশের গ্রামগুলোর অনেকেই। আলতাপোল গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গড়ে উঠেছে প্রায় ৪০০ কারখানা যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

শুটকি শিল্প ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

শুটকি শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শনে এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদল

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কক্সবাজারের শুটকি শিল্প ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। কক্সবাজারের শুটকি শিল্প ক্লাস্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের সাথে স্থানীয় কাউন্সিলরের অফিসে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মিজ ফারজানা খান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাহুল বড়ুয়া ও জনাব মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান এসময় শুটকি শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। মতবিনিময় শেষে এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ দেশের বৃহত্তম শুটকি শিল্প ক্লাস্টার নাজিরারটেকের বিভিন্ন চাতাল পরিদর্শন করেন।

বাঁশখালী মৃৎশিল্প ক্লাস্টারের চাহিদা নিরূপণ ও মতবিনিময় সভা

বাঁশখালী মৃৎশিল্প ক্লাস্টারের চাহিদা নিরূপণ ও মতবিনিময় সভা

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পোন্নয়নে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর কালিপুর ও সাধনপুর ইউনিয়নে চাহিদা নিরূপণ ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাহুল বড়ুয়া এবং সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব আবু সালেহ মো. এমদাদুল্লাহ, কালিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শাহদত আলম এবং সাধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব কে. এম. সালাহউদ্দীন কামাল।

রাজশাহী সিল্ক ও বুটিক ক্লাস্টার পরিদর্শন, উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

রাজশাহী সিল্ক ও বুটিক ক্লাস্টারে উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

০৪ মার্চ ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজশাহী সিল্ক ক্লাস্টার ও রাজশাহী বুটিক ক্লাস্টার পরিদর্শন, উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ ও সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মেহেদী হাসান, বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি জনাব মো. লিয়াকত আলী, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাধারণ সম্পাদক মিজ মরিয়ম বেগম রত্না এবং আমার শিল্প ফাউন্ডেশনের সভাপতি মিজ আফরোজা আজিজ মুন্নি।

কক্সবাজারের চকরিয়া ফার্নিচার ক্লাস্টারে তথ্য সংগ্রহ ও মতবিনিময় সভা

ফার্নিচার ক্লাস্টারে তথ্য সংগ্রহ ও মতবিনিময় সভা

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কক্সবাজারের চকরিয়া ফার্নিচার ক্লাস্টারে তথ্য সংগ্রহ ও মতবিনিময় সভা আয়োজন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাহুল বড়ুয়া এবং সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব আবু সালেহ মো. এমদাদুলাহ। এসময় ফার্নিচার ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তাঁদের বিদ্যমান সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। মতবিনিময় সভা শেষে ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং কারিগরদের সাথে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চট্টগ্রামের বলিরহাট ফার্নিচার ক্লাস্টারে উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও মতবিনিময় সভা

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রামের বলিরহাট ফার্নিচার ক্লাস্টারে উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক রাহুল বড়ুয়া এবং সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব আবু সালেহ মো. এমদাদুলাহ এবং বলিরহাট ফার্নিচার ব্যবসায়ী ও নির্মাতা সমবায় সমিতির সভাপতি জনাব মো. মুজিবুর রহমান।

ফাউন্ডেশনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের মতবিনিময়

ফাউন্ডেশনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের মতবিনিময়

০২ মে ২০২৪ ক্লাস্টারভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের নেতৃত্বে ক্লাস্টার উন্নয়ন বিভাগের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

রাঙ্গামাটি কোমর তাঁত কারখানা পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

০৬ জুন ২০২৪ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের রাঙ্গামাটিতে কোমর তাঁত কারখানায় সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে অর্থায়নের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। প্রতিনিধিদলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক ও ইউনাইটেড ফাইন্যান্স এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফাইন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাস্টার/ক্লায়েন্টেল গ্রুপকে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করে ফাইনান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস উইং। তবে ফাউন্ডেশন সরাসরি কোন ঋণ প্রদান করে না বরং অংশীদার ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী নিয়মিতভাবে এসএমই ঋণ মেলা (ফাইন্যান্সিং ফেয়ার), ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে ফাইন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস উইং। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ফাইন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিসেস উইংয়ের ৮২টি কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ৭৭টি। বাস্তবায়নের হার ৯৪%।

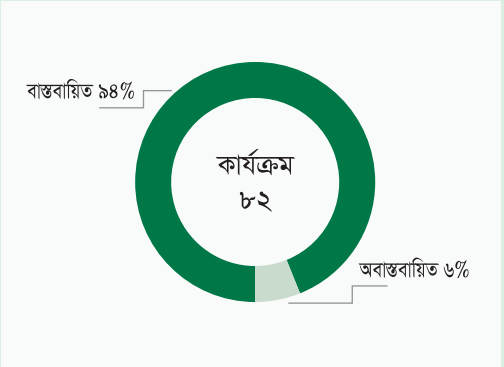

এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষর

সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থে গঠিত 'রিভলভিং তহবিল' থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আরো ৪৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ২৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এর আওতায় একজন উদ্যোক্তা সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। তবে মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন উদ্যোক্তারা। করোনা মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০৫ কোটি টাকা বিতরণের পর অর্থ বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক গঠিত 'রিভলভিং ফান্ড' থেকেও এসএমই উদ্যোক্তা, ক্লাস্টার, ক্লায়েন্টেল গ্রুপ, অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারের সদস্য ও নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে ২৯৯ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়। অর্থ বিভাগের নতুন পরামর্শ মোতাবেক এই ঋণের সুদের হার হবে মাত্র ৬%। ১১ জুন ২০২৪ রাজধানীর একটি হোটেলে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন অংশীদার ১৯টি ব্যাংক ও ৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, ঢাকা ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, আইডিএলসি ফাইন্যান্স, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স ও ইউনাইটেড ফাইন্যান্স। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রণোদনা প্যাকেজ 'রিভলভিং ফান্ড' থেকে ঋণ বিতরণ নীতিমালার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ। বক্তব্য প্রদান করেন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ-এবিবি'র সভাপতি ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম রেজা ফরহাদ হোসাইন এবং সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে জামানতবিহীন ঋণ বিতরণের বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে। তবে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত কোন জামানত গ্রহণ করা হবেনা। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ৪ বছর। গ্রাহক-ব্যাংক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৪৮টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। মোট ঋণের ৩০% নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে এবং ১০% এসএমই ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। নারী-উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে মোট ঋণের ৫০% উৎপাদন ও সেবা খাতে এবং বাকি ৫০% ভ্যালুচেইন ও অন্যান্য খাতে বিতরণ করতে হবে। আর পুরুষ উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে মোট ঋণের ৫০% উৎপাদন খাতে, ২৫% সেবা খাতে এবং ২৫% ভ্যালুচেইন ও অন্যান্য খাতে বিতরণ করতে হবে। ফাউন্ডেশন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং করবে। ঋণ বিতরণের পর এসএমই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব পদ্ধতি ও লোকবল দ্বারা সরেজমিন পরিদর্শন করে চুক্তি অনুযায়ী এবং সঠিক উদ্যোক্তার অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই ও নিশ্চিত করবে। তবে অনুৎপাদনশীল খাত যেমন, মুদি দোকান, ঔষধ বিক্রেতা, হার্ডওয়্যার বিক্রেতা এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায় এমন ব্যবসার অনকূলে এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবেনা।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

১. অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর, ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা এবং ভ্যালু চেইনের আওতাভুক্ত উদ্যোক্তা;
২. রপ্তানি উপযোগী পণ্য এবং আমদানি বিকল্প পণ্য প্রস্তুতকারী উদ্যোক্তা;

৩. আইসিটি ও প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল ব্যবসায়ে যুক্ত তরুণ/নতুন উদ্যোক্তা যারা এখনো ব্যাংক হতে ঋণ পাননি;
৪. পশ্চাদপদ অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অঞ্চল, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা;
৫. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ট্রেডবডি, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন, নারী-উদ্যোক্তা সংগঠন, নাসিব, উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংশিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃত উদ্যোক্তা।

ইতঃপূর্বে তিন দফায় ৮২৮৬জন উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ৭১৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভা

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভা

৩০ আগস্ট ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় 'রিভলভিং তহবিল' থেকে ঋণ বিতরণ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রায় ৩২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই বিভাগের প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার। উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহা সভায় জানান, কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকা ক্রেডিট হোলসেলিং মডেল-এ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। কোভিড পরবর্তী সময়েও দেশের এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে ফাউন্ডেশন একটি 'রিভলভিং তহবিল' গঠন করে। এই তহবিল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৯৪ কোটি টাকা প্রায় ৩০০০জন উদ্যোক্তার মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে নারী-উদ্যোক্তাদের হার প্রায় ২৫% এবং উৎপাদন ও সেবা খাতে ঋণ বিতরণ প্রায় ৭৬%। সভায় আরো জানানো হয়, সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ঝগঅজঞ সুদ হারের সাথে সঙ্গতি রেখে ফাউন্ডেশন ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় 'রিভলভিং ফান্ড' থেকে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ফাউন্ডেশন আরো অধিক সংখ্যক প্রান্তিক উদ্যোক্তা, বিশেষতঃ সেক্টর ও ক্লাস্টারভিত্তিক, আমদানি-বিকল্প পণ্য তৈরিতে নিয়োজিত, আইসিটি ও প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল ব্যবসার সাথে যুক্ত তরুণ এবং নারী-উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

০৩ জুন ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় রিভলভিং তহবিল থেকে তৃতীয় দফায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ, মহাব্যবস্থাপক জনাব নাজিম হাসান সাত্তার এবং অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই বিভাগের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে 'Bankable Project Proposal Preparation for SMEs' প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

১১-১২ মে ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং রাজশাহী চেম্বার অফ কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহযোগিতায় রাজশাহীতে 'Bankable Project Proposal Preparation for SMEs' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

করেন রাজশাহী চেম্বার অফ কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব মাসুদুর রহমান (রিংকু)। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপ-পরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, রাজশাহী, মিজ মোসা. আন্‌জুমান আরা পারভীন (লিপি) সভাপতি ওয়েব রাজশাহী জেলা শাখা ও রাজশাহী চেম্বারের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. রিয়াজ উদ্দীন খান।

'Credit Wholesaling Management System' সফটওয়্যার কর্মশালা আয়োজন

'Credit Wholesaling Management System' সফটওয়্যার কর্মশালা

ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে Credit Wholesaling Management System (CWMS) নামক একটি ডাইনামিক প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয়্যার দ্বারা অর্থায়নকৃত উদ্যোক্তাদের বিজনেস প্রোফাইল হালনাগাদকরণ, পুনঃঅর্থায়ন দাবি, ঋণ পরিশোধসূচি প্রণয়ন, ঋণ আদায়সহ ঋণ মনিটরিং, সুপারভিশন ও ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করা হবে। CWMS সফটওয়্যারটি ভবিষ্যতে সমন্বিত ডাটাবেজ হিসেবেও কাজ করবে। ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ও আগ্রহী অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এর কর্মকর্তাদেরকে উক্ত সফটওয়্যার পরিচালনা ও রিপোর্টিং বিষয়ক সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে ২৪ আগস্ট ২০২৩ একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে 'বিভাগীয় এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ২০২৩' আয়োজন

১৫ অক্টোবর ২০২৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থাকরণ ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগে এসএমই অর্থায়ন ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে 'ময়মনসিংহ বিভাগীয় এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ২০২৩' আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব মো. ওছমান গনি এবং ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি জনাব আমিনুল হক শামীম সিআইপি। সম্মানিত অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মো. মোস্তাফিজার রহমান। সম্মেলনে ময়মনসিংহ বিভিন্ন জেলার এসএমই ক্লাস্টার, বিভিন্ন সেক্টরের উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়, ঋণ গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তাগণের সাথে ব্যাংকারগণের ঋণ সংযোগকরণ ও তাৎক্ষণিক ঋণ আবেদন মূল্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন সোনালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক জনাব জাহিদুল ইসলাম মোল্যা এবং সিঁড়ি সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মিজ আরিফা ইয়াসমিন ময়ূরী।

ময়মনসিংহে 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং'

ময়মনসিংহে 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং'

ময়মনসিংহ বিভাগীয় এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ২০২৩-এর দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলার উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট সংগঠন জেলা চেম্বার, উইমেন চেম্বার, নাসিব, ক্লাস্টার, ফার্নিচার অ্যাসোসিয়েশনের ৪০০-এর অধিক উদ্যোক্তার সাথে এ অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫০জন কর্মকর্তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে ঋণ ম্যাচমেকিং বিষয়ে আলোচনা ও এসএমই ঋণ পেতে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় সম্পর্কে উদ্যোক্তার অবহিত করতে ওয়ার্কিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব মো. ওছমান গনি এবং অগ্রণী ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক মিজ সাইদা ফাতেমা। সেশনে উদ্যোক্তাবৃন্দ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এসএমই ঋণ পেতে নানা চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সভায় আলোচকবৃন্দ এসএমই ঋণ পেতে উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এসএমই ঋণ বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রতি আরো অধিক মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। উদ্যোক্তারা জানান, ফাউন্ডেশনের এ ধরনের আয়োজন সংশ্লিষ্ট এলাকার সবার মধ্যে এসএমই উন্নয়ন বিশেষতঃ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অর্থায়ন বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সহায়তা করবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রোডাক্ট প্রদর্শনী

ময়মনসিংহ বিভাগীয় এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ২০২৩ উপলক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন সংলগ্ন চত্বরে বিভিন্ন স্টলে সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, ব্র্যাক ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, আইডিএলসি ফাইন্যান্স, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স এবং সিএমএসএমই ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট হিসেবে পরিচালিত ইউডিসি ও পিডিসিসমূহ এসএমই অর্থায়ন বিষয়ে তাঁদের সেবাসমূহ তুলে ধরে।

রাঙ্গামাটিতে 'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ও ঋণ ম্যাচমেকিং ২০২৪' কর্মসূচি

রাঙ্গামাটিতে 'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ও ঋণ ম্যাচমেকিং ২০২৪' কর্মসূচি

০৫ জুন ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এসএমই খাতে অর্থায়ন সহজীকরণ, ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, সচেতনতা তৈরি এবং এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে রাঙ্গামাটিতে 'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন ও ঋণ ম্যাচমেকিং ২০২৪' কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুপ্রদীপ চাকমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মো. আরিফুজ্জামান, পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনাব মো. আব্দুল ওয়াদুদ, সভাপতি, রাঙ্গামাটি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রাঙ্গামাটি এবং জনাব বিপ্লব চাকমা, সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব), রাঙ্গামাটি। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধান জনাব মো. ফারুক আহমেদ। সম্মেলনে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই ঋণের সাথে সংশিষ্ট কর্মকর্তা, ক্লাস্টার, ট্রেডবডি, চেম্বার, নারী-উদ্যোক্তা সংগঠন ও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাসহ প্রায় ২০০জন অংশগ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহা অনুষ্ঠানে কর্মসূচি আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান জনাব মো. এমরানুল ইসলাম মজুমদার ও ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের হেড অব স্মল বিজনেস জনাব বিপ্লব কুমার বিশ্বাস এবং রাঙ্গামাটির নারী-উদ্যোক্তাদের পক্ষে রাঙ্গামাটি উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মিজ মনোয়ারা বেগম বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মসূচির ২য় পর্বে 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ঋণ ম্যাচমেকিং' উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধকরণ (YESS) কর্মসূচি

শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধকরণ (YESS) কর্মসূচি

১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও চিটাগাং উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিডব্লিউসিসিআই)-এর সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধকরণসহ সৃজনশীল উদ্যোগকে সহায়তা করার লক্ষ্যে Youth Entrepreneurship & Startups for Students (YESS) কর্মসূচির ২য় ব্যাচের ফলোআপ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিডব্লিউসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট ইন-চার্জ জনাব আবিদা মোস্তফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিডব্লিউসিসিআই এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারের চেয়ারপার্সন মিজ লুৎমিলা ফরিদ। উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জামাল উদ্দিন এবং ব্যাংক এশিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের হেড অব বিজনেস জনাব মো. মাইনুল হোসেন চৌধুরী। চট্টগ্রামের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০জন শিক্ষার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাজশাহীর পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সেশন পরিচালনাসহ শিক্ষার্থীদের আইডিয়াসমূহ অর্থায়নযোগ্য করে শ্যাপেনিং করার পরামর্শ প্রদান করেন Startup Chattogram-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এবং Startup Grind-এর পরিচালক (বাংলাদেশ চ্যাপ্টার) জনাব আরাফাতুল ইসলাম আকিব। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. মনিমুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহা। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের স্টার্টআপ ও নতুন উদ্যোক্তা উদ্যোগের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত প্রদান

করা হয় এবং নতুন উদ্যোগ ও স্টার্টআপে অর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। কর্মশালায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহীর ৩০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের সাথে সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের সাথে সভা

২৬ জুলাই ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশনের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে অর্থায়ন, ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি, ঋণ সংযোগকরণ, উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন, ফাইনান্সিং ফেয়ার ও এসএমই ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. কবির আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড এসপিডি বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহা এসএমই খাতে অর্থায়ন ত্বরান্বিতকরণ ও ফিন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম উন্নয়নে উভয় প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্র বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

‘এসএমই উদ্যোক্তাদের পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও অবহিতকরণ’ কর্মশালা

২৭ নভেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে অনলাইনে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রস্তুতি এবং অ্যাডভোকেসি প্রদান করা করা হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান সভার উদ্বোধন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ এবং চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি মিজ মনোয়ারা হাকিম আলী, বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব সামিম আহমেদ। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (BEMMA)-এর সদস্য উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ‘এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য পুঁজিবাজার হতে সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা ও শর্তাবলী অবহিতকরণ’ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন BEMMA-এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আফতাভ জাবেদ।

ঢাকা, মৌলভীবাজার, জামালপুর ও ফরিদপুরে খুলনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ‘Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs’ কর্মশালা

‘Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs’ কর্মশালা

২৮ নভেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এসএমই উদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণসহ ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘Acceleration Program on Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs’ ৩ ব্যাচে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হয়েও যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে ঋণের আওতাভুক্ত হতে না পারা উদ্যোক্তাদের গ্রুমিং ও ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপন করানো হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের অংশীদার প্রতিষ্ঠান শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধান জনাব মো. আবদুর রহিম। তিনি উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়ন ও ব্যাংক ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া বিষয়ে অবহিতকরণ, ঋণ আবেদন পূরণে সহায়তা এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ প্রদান সাপেক্ষে ঋণ আবেদন গ্রহণ করেন। ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ একই বিষয়ে ২য় ব্যাচের কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের অংশীদার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এসএমই বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আনন্দ মোহন গোপ উপস্থিত

ছিলেন। তিনি উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়ন ও ব্যাংক ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া বিষয়ে অবহিত করেন এবং মুখ্য কর্মকর্তা জনাব মো. সাইফুল ইসলাম ঋণ আবেদন পূরণে সহায়তা এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ প্রদান সাপেক্ষে ঋণ আবেদন গ্রহণ করেন। ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ ৩য় ব্যাচের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সাউথইস্ট ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধান স্বপন কুমার হাং উপস্থিত ছিলেন। তিনি উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়ন ও ব্যাংক ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া বিষয়ে অবহিত করেন এবং সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ উদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদন পূরণে সহায়তা এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ প্রদান সাপেক্ষে ঋণ আবেদন গ্রহণ করেন।

'Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs' কর্মশালা

২৫ এপ্রিল ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং লংকাবাংলা ফাইন্যান্স ও জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব), খুলনা মহানগরী শাখার সহায়তায় এসএমই উদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণসহ ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফরিদপুরে 'Acceleration Program on Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের অংশীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের এসএমই বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়ন ও ব্যাংক ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া বিষয়ে অবহিত করেন এবং উদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদন পূরণের নিয়মাবলী ও সহায়ক ডকুমেন্টস বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া উদ্যোক্তাদের আর্থিক পরিকল্পনা, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংক ঋণ পাওয়ার উপায়, ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কে সার্বিক ধারণা প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপক সাজু বড়ুয়া। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)-এর খুলনা মহানগরী শাখার সভাপতি জনাব ইফতেখার আলী বাবু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের এসএমই বিভাগের উপপ্রধান জনাব মো. নুরুল ইসলাম। নাসিব নারী-উদ্যোক্তা কাউন্সিল, খুলনা মহানগরী শাখার সভাপতি মিজ মতিনা মনোয়ারার সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক জনাব মো. মনিরুজ্জামান।

২৭ জুন ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সহায়তায় এসএমই উদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণসহ ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'Acceleration Program on Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs' কর্মসূচির ৮ম ব্যাচের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইস্টার্ন ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখার কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়ন ও ব্যাংক ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া অবহিত করেন এবং উদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদন পূরণের নিয়মাবলী ও সহায়ক ডকুমেন্টস বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া উদ্যোক্তাদের আর্থিক পরিকল্পনা, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংক ঋণ পাওয়ার উপায়, ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কে সার্বিক ধারণা প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপক সাজু বড়ুয়া। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা চেম্বারের সভাপতি ও পরিচালক, এফবিসিসিআই জনাব আজিজুল হক। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চেম্বারের সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব কাজী জাহাঙ্গীর।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফরিদপুরের উদ্যোক্তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ তাঁদের অর্থনৈতিক সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'Acceleration Program on Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs' কর্মসূচি আয়োজন। অনুষ্ঠানে ৫০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মসুচির দু'টি সেশনের প্রথমটি ছিল লার্নিং সেশন, যেখানে উদ্যোক্তারা আর্থিক পরিকল্পনা, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংক ঋণ পাওয়ার উপায়, ডিজিটাল ব্যাংকিং, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ফিনটেক সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। ২য় সেশনে ট্রাস্ট ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ম্যাচমেকিং হয়। এ সেশনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে ঋণ আবেদন সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে এবং ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ জামালপুরে 'Acceleration Program on Financial Literacy for Financial Inclusion of SMEs' কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

নোয়াখালী ও গাজীপুরে 'ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা

'ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ০৩-০৪ অক্টোবর ২০২৩ 'ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সুমন চন্দ্র সাহা, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব দেওয়ান মাহবুবুর রহমান। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক জনাব

মোহা. নূরুল আলম এসএমই খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট হতে জারিকৃত নির্দেশনা সার্কুলার, গাইডলাইনস, গ্যারান্টি স্কীম এবং পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির বিষয়ে ব্যাংকারদের বিশদ ধারণা প্রদান করেন। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধান মহসিনুর রহমান লাভজনক উপায়ে এসএমই খাতে অর্থায়নের উপায় এবং তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাংকারদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে নোয়াখালীর বিভিন্ন ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপকগণ, উদ্যোক্তা, বিভিন্ন চেম্বার/ অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অগ্রণী ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান জনাব মো. ছায়েফ উদ্দীন। এছাড়া এসএমই ঋণ প্রবাহ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ঋণের পাশাপাশি নন-ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (অ-আর্থিক সেবা)-র গুরত্ব এবং শাখা পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের প্রদান করা যায় এমন নন-ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের বিষয়ে ব্যাংকাদের অবহিত করা হয়।

১১ মার্চ ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গাজীপুরে 'ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা অয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ জনাব মো. আব্দুর রহিম, মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি। কর্মশালায় গাজীপুরের চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশন, উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'Smart Financing for Smart Bangladesh' সেমিনার

২০ মে ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই-এর সহযোগিতায় ঢাকায় 'Smart Financing for Smart Bangladesh: Possible Solutions for Mainstreaming the Marginal Entrepreneurs' সেমিনার আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিজ নূরুন নাহার, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মিজ সুলেখা রানী বসু, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ। অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ এবং জনাব শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিটি ব্যাংক। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার।

'ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি' প্রকল্প বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে ব্র্যাক ব্যাংকের সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

২৩ এপ্রিল ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এবং ব্র্যাক ব্যাংকের যৌথ প্রচেষ্টা 'ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি' প্রকল্প বাস্তবায়নে ফাউন্ডেশনের সাথে ব্র্যাক ব্যাংকের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে অর্থায়ন, এজেন্ট ব্যাংকিং সম্প্রসারণে নারী-উদ্যোক্তাদের অধিক সম্পৃক্তকরণ এবং উদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধিতে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার ও উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহা এবং ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স অ্যান্ড ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস জনাব মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম ও হেড অব উইমেন অন্ট্রাপ্রেনার সেল জনাব খাদিজা মরিয়ম উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের 'দক্ষতা বৃদ্ধি' কর্মশালা

ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের 'দক্ষতা বৃদ্ধি' কর্মশালাডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের 'দক্ষতা বৃদ্ধি' কর্মশালা

১৩-১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)-এর উদ্যোক্তাদের বিশেষায়িত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'স্মার্ট সিএমএসএমই হাব ফর ডিজিটাল অ্যাক্সেস' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকায় ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের 'দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন, ড. মহ. শের আলী, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনাব মো. ছাইফুল ইসলাম, যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক, এটুআই এবং যুগ্ম সচিব (ই-গর্ভন্যান্স অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন, জনাব সুমন চন্দ্র সাহা, উপমহাব্যবস্থাপক এসএমই ফাউন্ডেশন এবং জনাব অশোক বিশ্বাস, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং ডিজিটাল সেন্টার, এটুআই।

যশোর ও বরিশালে 'এসএমই সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি' শীর্ষক কর্মশালা

১৮ জানুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যশোরে এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বরিশালে 'এসএমই সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বরিশালে

কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে অতিথি ছিলেন বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি মিজ বিলকিস আহমেদ লিলি, নাসিব বরিশাল শাখার সদস্য সচিব জনাব সালেহীন সানি, বরিশাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহ-সভাপতি জনাব মো. আমিনুর রহমান ঝান্ডা, এবং সহ-সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন মানিক।

যশোর ও বরিশালে 'এসএমই সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি' কর্মশালা

বর্তমানে দেশে নানা ধরনের বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং নতুন নতুন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, যা মূলধনের টেকসই উৎস হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে এসএমই উন্নয়নে বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও প্রচলিত বিভিন্ন বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করা হয়। কর্মশালায় সেশন পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহা।

চট্টগ্রাম, খুলনায় ও কুষ্টিয়ায় এসএমই ক্লাস্টারের অর্থায়ন সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে মতবিনিময়

এসএমই ক্লাস্টারের অর্থায়ন সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে মতবিনিময়

০৪ জুন ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ী পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় অর্থায়ন সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে পরিদর্শন কর্মসূচি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে অংশীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ব্যাংকের কক্সবাজারের ভারপ্রাপ্ত টেরিটরি ম্যানেজার জনাব মো. মোশারফ হোসেন, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার জনাব মো. হাসান এবং ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সুমন চন্দ্র সাহা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৩০ এপ্রিল ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কুষ্টিয়ার কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় অর্থায়ন সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে পরিদর্শন কর্মসূচি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিদর্শন দলে ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপক জনাব সাজু বড়ুয়া এবং ব্র্যাক ব্যাংকের কুষ্টিয়া রিজিয়নের প্রধান জনাব মো. তৌহিদ ও এরিয়া ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় দে। মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, কুমারখালীর সহায়তায় টেক্সটাইল শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে তাঁদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন।

২৪ এপ্রিল ২০২৪ খুলনা পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় অর্থায়ন সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে পরিদর্শন কর্মসূচি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপক সাজু বড়ুয়া এবং অংশীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের সাউথ রিজিয়নের প্রধান জনাব মো. শাহাদাত হোসেনসহ খুলনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। পাদুকা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণ মতবিনিময় সভায় তাঁদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন। লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের কর্মকর্তাবৃন্দ উদ্যোক্তাগণকে ঋণ গ্রহণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্নে ধারণা প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। মতবিনিময় সভা শেষে পরিদর্শনদল বিভিন্ন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ভিজিট করেন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন এবং ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন এবং ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

০১ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকার ইলেকট্রিক্যাল পণ্য ক্লাস্টারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকার শ্যামপুর-কদমতলী ইলেকট্রিক্যাল পণ্য ক্লাস্টারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন এবং ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিমা)-এর সভাকক্ষে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় বিমা-এর সভাপতি জনাব কামাল আহমেদ ভূঁইয়া, এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ ও জনাব সুমন চন্দ্র সাহাসহ ব্যাংক এশিয়ার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফাউন্ডেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে। ফাউন্ডেশন যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে সেগুলো হলো- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি বেইজড এবং আইসিটি বেইজড প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT), উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়া, এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/অ্যাসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন উইং-এর ১৫৫টি কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ১৪১টি। বাস্তবায়নের হার ৯১%।

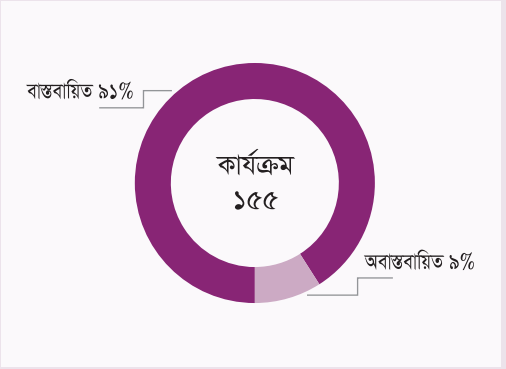

‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর এন্ট্রাপ্রিনিউরাল ইকো-সিস্টেম এর ভূমিকা ও করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার

২২ মে ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর এন্ট্রিপ্রিনিউরাল ইকো-সিস্টেম এর ভূমিকা ও করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মিজ নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিজ আফরোজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন, এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব সামিম আহমেদ, জনাব মো. রাশেদুল করিম মুন্না এবং জনাব মির্জা নূরুল গণী শোভন।

মৌলভীবাজারে ‘কলাগাছের সুতা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরি’ প্রশিক্ষণে ‘কলাবতী শাড়ী’ তৈরি

মৌলভীবাজারে ‘কলাগাছের সুতা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরি’ প্রশিক্ষণে ‘কলাবতী শাড়ী’ তৈরি

১১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ‘কলাগাছের সুতা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরি’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রথমবারের মতো আয়োজিত ২০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন মিজ রাধাবতী দেবী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মিজ মল্লিকা রায়, উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, মৌলভীবাজার। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। প্রশিক্ষণে মণিপুরী সম্প্রদায়ের ৩০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কলাগাছের সুতা দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের তৈরি করা ৫টি ‘কলাবতী শাড়ি’ প্রদর্শন করা হয়।

‘Working with Fashion Design (Phase-II)’ কর্মশালা

‘Working with Fashion Design (Phase-II)’ কর্মশালা

০৯-১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে ‘Working with Fashion Design (Phase-II)’ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। Phase-ও-এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে বাছাইকৃত ৩১জন উদ্যোক্তা Phase-ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরে আরেকটি ব্যাচের কর্মশালা আয়োজন করা হবে এবং চূড়ান্ত বাছাইকৃতদের নিয়ে Phase-III পরিচালনা করা হবে। প্রশিক্ষণে conceptual fashion, Print design development, color application, style development, illustration detailing, fabric &

accessories selection, production techniques, costing, promotion বিষয়ে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আব্দুস সালাম সরদার এবং প্রশিক্ষক চন্দ্রশেখর সাহা।

১০-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় 'Working with Fashion Design (Phase-II)' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। Phase-I-এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে বাছাইকৃত উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে Phase-II কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ইতঃপূর্বে ডিসেম্বর ২০২৩-এ Phase-II-এর অপর ব্যাচের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি কর্মশালা থেকে বাছাইকৃতদের নিয়ে Phase-III কর্মশালা পরিচালনা করা হবে। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আবুল হোসেন, যুগ্ম সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সাধারণ পর্ষদ সদস্য, এসএমই ফাউন্ডেশন।

রাজশাহী ও নীলফামারী জেলায় 'ফ্যাশন ডিজাইন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

১৪-১৮ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডাব্লিউসিসিআই)-এর সহযোগিতায় রাজশাহীতে 'ফ্যাশন ডিজাইন' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ফ্যাশন ট্রেন্ড, স্টাইল কনসেপ্ট, মটিফ, রং-এর ব্যবহার, প্যাটার্ন, ব্র্যান্ডিং হাতে-কলমে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইঞ্জি. এমদাদুল হক, অধ্যক্ষ, টিটিসি-রাজশাহী।

২৭-৩১ আগস্ট ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (BWCCI)-এর সহযোগিতায় নীলফামারীতে 'ফ্যাশন ডিজাইন' শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও যশোর, জামালপুর, পটুয়াখালী ও নওগাঁ জেলায় 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ

১৬-২০ জুলাই ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং উইমেন এন্ট্রেপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)-এর সহযোগিতায় ঝিনাইদহে 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আবদুল হাই সিদ্দিকী, ডেপুটি ডিরেক্টর, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মো. লিয়াকত হোসাইন, কাউন্সিলর, ঝিনাইদহ পৌরসভা।

২৬-৩০ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কুষ্টিয়ার কুমারখালী টেক্সটাইল ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন কুমারখালী মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মো. শাহজাহান আলী মোল্লা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব বিতান কুমার মন্ডল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং এ বিষয়ে অ্যাডভান্সড প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন।

০১-০৫ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং যশোর নকশিকাঁথা ক্লাস্টারের সহযোগিতায় 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাহুল বড়ুয়া। প্রশিক্ষণে প্রচলিত যশোর স্টিচের নকশিকাঁথার ওপর ব্লক-বাটিক কৌশল প্রয়োগ করে পণ্যে নতুনত্ব ও ডিজাইনে বৈচিত্র্য আনয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়।

০৬-১০ মার্চ ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডশনের উদ্যোগে জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করে মেলান্দহ উপজেলার মৌচাক মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেলান্দহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মাহবুবা হক।

১৭-২১ ডিসেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং পটুয়াখালী উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহযোগিতায় পটুয়াখালীতে 'ব্লক- বাটিক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পটুয়াখালীর পুলিশ সুপার জনাব মো. সাইদুল ইসলাম বিপিএম, পিপিএম প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ৩০জন উদ্যোক্তার মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ১৯-২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নওগাঁয় 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। নারী-উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'ওয়েব' রাজশাহী শাখার সভাপতি মোসা. আঞ্জুমান আরা পারভীনের সহযোগিতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণে নওগাঁর কৃত্তিপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৩০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

'ন্যাচারাল ডাইং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

'ন্যাচারাল ডাইং' প্রশিক্ষণে সনদ বিতরণ

১৭-২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে 'ন্যাচারাল ডাইং' প্রশিক্ষণে ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ, ঝিনাইদহের উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সিল্ক স্কার্ফ ও সুতি কাপড়ের ওপর ভিন্ন ধরনের উপাদান দিয়ে ন্যাচারাল ডাইং করে প্রোডাক্ট তৈরি করেন উদ্যোক্তারা। ২০২১ সাল থেকে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকা, ফরিদপুর, সিলেট, নাটোর, ঠাকুরগাঁওয়ে ৫টি 'ন্যাচারাল ডাইং' প্রশিক্ষণে ১৩৯জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন, যাদের ৯০%-এর বেশি নারী-উদ্যোক্তা। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ।

১২-১৬ নভেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং দিনাজপুর উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহযোগিতায় 'ন্যাচারাল ডায়িং' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে কালো মাটির বাটিকসহ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান দিয়ে ডায়িং-এর পদ্ধতি হাতে-কলমে শেখানো হয়।

৩১ জানুয়ারি-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় 'ন্যাচারাল ডাইং' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে শতভাগ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ভিন্নধর্মী ডায়িং ও কালো মাটি দিয়ে বাটিক পণ্য তৈরির বিষয়ে ব্যবহারিক-তাত্ত্বিক ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে ৩১জন নারী-পুরুষ উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

নাটোরে 'হ্যান্ড পেইন্ট অন ক্লথিং' প্রশিক্ষণ

নাটোরে 'হ্যান্ড পেইন্ট অন ক্লথিং' প্রশিক্ষণ

১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ জনপ্রিয় ও রুচিশীল হ্যান্ড পেইন্ট পোশাক সেক্টরে দক্ষ জনবল, উদ্যোক্তা তৈরি এবং এর সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং নাটোর উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহযোগিতায় 'হ্যান্ড পেইন্ট অন ক্লথিং' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ব্লক-বাটিক, হ্যান্ড পেইন্ট ও ফ্যাশন পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত নারী-উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

০৮-১২ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং উইমেন এন্ট্রোপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (WEAB)-এর সহযোগিতায় নাটোরে 'হ্যান্ড পেইন্ট অন ক্লথিং' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

'পণ্যের কোয়ালিটি ও উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নীতকরণ' প্রশিক্ষণ

'পণ্যের কোয়ালিটি ও উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নীতকরণ' প্রশিক্ষণ

০২-০৪ মে ২০২৪ সাতক্ষীরার নলতা মেডিক্যাল টেক্সটাইলস্ ক্লাস্টারের সহযোগিতায় 'পণ্যের কোয়ালিটি ও উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নীতকরণ' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশন হতে নবচিহ্নিত এ সম্ভাবনাময় নলতা ক্লাস্টারে উৎপাদিত গজ-ব্যান্ডেজ পণ্যের মান ও প্রসেস প্রোডাক্টিভিটি উন্নয়নের জন্য ফাউন্ডেশন হতে প্রথমবারের মতো এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপক মিজ সালমা সুলতানা প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

'ফেব্রিক কাটিং ও সেলাই কৌশল' প্রশিক্ষণ

২৪-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও কারুপণ্য উন্নয়ন সংস্থা'র সহযোগিতায় ঠাকুরগাঁওয়ে প্রান্তিক আদিবাসী (সাঁওতাল, উড়াও) উদ্যোক্তাদের জন্য 'ফেব্রিক কাটিং ও সেলাই কৌশল' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ০৩-০৭ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং তৃণমূল নারী-উদ্যোক্তা সোসাইটি (গ্রাসরুটস)-এর সহযোগিতায় শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে 'ফ্রেবিক্স কাটিং ও সেলাই কৌশল' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিজ আনজুমান আরা মুক্তা, সাংগঠনিক সম্পাদক, তৃণমূল নারী-উদ্যোক্তা সোসাইটি (গ্রাসরুটস)।

'ফাস্ট ফুড প্রস্তুতকরণ' প্রশিক্ষণ

'ফাস্ট ফুড প্রস্তুতকরণ' প্রশিক্ষণে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

১৪-১৮ জানুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং উইমেন এন্ট্রোপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় কুমিল্লায় এবং ০৩-০৭ মার্চ ২০২৪ সিলেটে 'ফাস্ট ফুড প্রস্তুতকরণ' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে বার্গার, রোল, চিকেন শর্মা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চাওমিন, চিকেন ফ্রাই, কেক, নাগেটস, মোমো, পিৎজাসহ প্রায় ১৫ ধরনের ফাস্টফুড আইটেম প্রস্তুতি রেসিপিসহ শেখানো হয়।

'ফাস্ট ফুড তৈরি ও সংরক্ষণ' প্রশিক্ষণ

'ফাস্ট ফুড তৈরি ও সংরক্ষণ' প্রশিক্ষণ

২৩-২৭ জুলাই ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (BWCCI)-এর সহযোগিতায় মুন্সীগঞ্জে 'ফাস্ট ফুড প্রিপারেশন অ্যান্ড প্রসেসিং' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২০-২৪ আগস্ট ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং উইমেন এন্ট্রোপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (WEAB)-এর সহযোগিতায় দিনাজপুরে 'ফাস্ট ফুড তৈরি ও সংরক্ষণ' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় প্রায় ১৮ প্রকারের ফাস্ট ফুড আইটেম তৈরি করা হাতে-কলমে শেখানো হয়।

‘ফুড প্রোডাকশন ফর ক্যাটারিং বিজনেস’ প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রামে ‘ফুড প্রোডাকশন ফর ক্যাটারিং বিজনেস’ প্রশিক্ষণ

০১-০৫ অক্টোবর ২০২৩ চট্টগ্রামে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সহযোগিতায় এবং ২৫-২৯ নভেম্বর ২০২৩ খাগড়াছড়িতে ‘ফুড প্রোডাকশন ফর ক্যাটারিং বিজনেস’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তারা খাবার প্রস্তুত করার মাধ্যমে ক্যাটারিং ব্যবসা করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উপায় সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদান করা হয়।

রাঙ্গামাটিতে ‘বেকারি পণ্য তৈরি’ প্রশিক্ষণ

রাঙ্গামাটিতে ‘বেকারি পণ্য তৈরি’ প্রশিক্ষণ

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১১-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাঙামাটিতে ‘বেকারি পণ্য তৈরি’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন রাঙ্গামাটির মনোঘর ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি’র নির্বাহী পরিচালক অশোক কুমার চাকমা। রিসোর্সপার্সন ছিলেন মিজ তাহমিনা আহমেদ বাণী এবং নাজিয়া ইসলাম। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদেরকে পাউন্ড কেক, কাপ কেক, ভ্যানিলা ও চকোলেট কেক বেজ, কেক ডেকোরেশন, ডেকোরেটিভ কেক, পিজ্জা, স্যান্ডউইচ, ডোনাট, হটডগ, ব্রেড, বিস্কিট, সিঙ্গারা, সমুচা ইত্যাদি বেকারি পণ্য হাতে-কলমে প্রস্তুতি শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোক্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা।

ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে ‘বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য তৈরি’ প্রশিক্ষণ

০২-২১ মে ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকার হাজারীবাগে ২০ দিনব্যাপী ‘বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য তৈরি’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.) জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উদ্যোক্তাদের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. আব্বাস আলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় শতাধিক আবেদনপত্র হতে যাচাই বাছাই শেষে দেশের বিভিন্ন জেলার ৩২জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

‘বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য তৈরি’ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের জুতা, বেল্ট, ব্যাগ, মানিব্যাগ, চাবির রিং, জায়নামাজসহ বিভিন্ন ধরণের চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন হাতে-কলমে শেখানো হবে। এসব পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বাজারজাতকরণ কৌশল, কাঁচামাল সোর্সিং, কমপ্লায়েন্সসহ বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা হবে। ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষক পুল হতে এই সেক্টরের বাছাইকৃত সেরা ৬জন প্রশিক্ষক এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

১৬-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং সিলেট জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সহযোগিতায় সিলেট চেম্বার ভবনে ‘চামড়াজাত পণ্য তৈরি’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব শেখ রাসেল হাসান। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করেন বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবু আহমদ ছিদ্দীকী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট চেম্বার সভাপতি জনাব তাহসিন আহমদ।

১৬-২০ জুলাই ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (CWCCI)-এর সহযোগিতায় চট্টগ্রামে ‘লেদার প্রোডাক্টস প্রোডাকশন’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

১৫-১৯ অক্টোবর ২০২৩ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে ‘বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের চামড়ার বেল্ট, মানিব্যাগ লেডিস ব্যাগ তৈরি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। তিনি উদ্যোক্তাদের শত বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন।

‘বহুমুখী পাট জাত পণ্য তৈরিকরণ ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং নাসিব-এর সহযোগিতায় সাতক্ষীরায় ‘বহুমুখী পাট জাত পণ্য তৈরিকরণ ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।